কাঙালের ঠাকুর
শ্রীগৌরাঙ্গ ।
(নাটক)

গৌরধামগত
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
ত

শ্রীশ্রীমধুর-গৌরাঙ্গ-ভবন
অধীনস্থ
শ্রীশ্রীহরিসভা হইতে
প্রকাশিত।

সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য—৸৹ বার আনা মাত্র।

কৃপাসুধাসরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ—
পাদারবিন্দবিমুখাদ্ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

গৌর—

সেবাময়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীরাধারমণ।

ভূমিকা।

The Life of Love, The Universal Religion of Sri-Chaitanya, শ্রীশ্রীগীতগৌরাঙ্গ, এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ (নাটক) প্রণেতা নরেন্দ্রনাথের যে সকল অপ্রকাশিত লেখা ও গ্রন্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে "কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ" (নাটক) আজ প্রকাশিত হইল।

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকরধৃত-মোহন-মুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া তদুদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্ব প্রকৃতির মর্ম্মস্থলে যে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, সেই 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' আর সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে যে কারণে নদীয়ানটেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহা বৈষ্ণব ভক্ত মাত্রেই আমাদের অপেক্ষাও বিশেষভাবে অবগত আছেন। তথাপি একটী কারণ গ্রন্থকারের ভাষায় উল্লেখ করিব। "শ্রীকৃষ্ণ হলেন শ্রীচৈতন্য, কলীর জীবে কৈতে ধন্য। জীবের দশা মলিন দেখে, নাম প্রেম বিতরিতে, আপনি ভক্ত সেজেরে, গোলকবিহারী হরি।" সেই রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু চিন্ময়মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতঃ লোকশিক্ষা ও প্রেমভক্তি বিতরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া গৌরগতপ্রাণ গ্রন্থকার আজ শ্রীগৌরধামগত, শ্রীশ্রীগৌরলীলায় প্রবিষ্ট।

"কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ"নাটকে একটী আসামী ভক্তের অপূর্ব্ব জীবনেতিহাস, তাঁহার সমাজের দুই চারিটী তরুণ তরুণীর প্রেমভক্তির পূর্ণোপলব্ধি, ও ভক্তহৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর, সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অগাধ অপার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-পারাবারের বহুতর অপরিজ্ঞাত অংশের একতম, আন্তরিক প্রেমভক্তির আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া সাধারণের নয়নগোচরে উপস্থাপিত হইল।

ভারতের ধর্ম্মেতিহাস যে নিষ্কাম প্রেমের জন্য জগদ্বরেণ্য, যে ভূমানিষ্ঠা বা পরমার্থনিষ্ঠাই তাহার যথার্থ লক্ষ্য, নাটকের স্তরে স্তরে সেই সকলের তত্ত্বই বিদ্যমান ; পাঠে জীবন্ত প্রেমভক্তি সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই।

ভক্তবীর পাথর স্বাধীনচিত্তে আত্মীয় স্বজনের সস্নেহ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অবহেলা, ও মায়ার সংসারে বিদ্রোহ করিয়া, কতশত দারুণ দুর্য্যোগ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমান্তে, ভবার্ণবৈকভেলা শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য চরণোপান্তে উত্তীর্ণ হইল। দুর্ল্লভ মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য, প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইল।

ইহাতে আধুনিক সাহিত্যের অনুমোদনীয় দুষ্ট প্রবৃত্তির দুরন্তপনার চটুল বর্ণনার বাহার নাই। কিন্তু গুণী ক্ষুদ্রলালিত্যে আমল দেন না। ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই, টপ্পার পানেভরা মূর্চ্ছনা নাই। তত্রাচ বিশিষ্ট সুরজ্ঞ লোকের চিত্তে বিশুদ্ধ রাগিণীর বিশদ প্রকাশের গভীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আনন্দ প্রদানে একমাত্র ধ্রুবপদই সক্ষম।

নাটকখানি ভক্ত পাঠক মাত্রেরই উপভোগের সামগ্রী। ইহাতে সরল, সহজ ও বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষায় যে সাধনতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা আছে তাহাতে সকলেরই উপকার হইবে। আর গৌর-আনা গোঁসায়ের "চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাঞা।" এই উক্তি কিরূপে সফল হইয়াছে ও হইতে পারে তাহাই পরিজ্ঞাত হইবেন। অলমিতি বিস্তারেণ।

নিবেদক

পানিহাটি।
রাস-পূর্ণিমা,
১৩৩৮ সাল।

শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাসানুদাস
শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকল্পতরু, দীনজনে কৃপা করে দেহ শ্রীচরণ।
কাঙালে করহে কৃপা, গাহিগো কাঙালে কৃপা, যেমনে পাইল
নিতাইগৌরচরণ ॥
এস শচীনন্দন, এস জগবন্দন, এস হে নাট্যয়াসাজে এস নটরাজ।
এস সঙ্কীর্ত্তনপিতা, নিজভক্তিরসদাতা, সনাথ করো হে আসি'
ভকত-সমাজ ॥
এস কমলনয়ন, কৃপাসীধুবরিষণ,—ধারাপাতে তৃপ্ত করো তব
নিজজন।
এস এস প্রেমময়, হৃদয়ে হ'য়ে উদয়, পাথর গলা'য়ে দাও ভাসাও
ভুবন ॥
তোমারি শ্রীগণপতি, শ্রীচরণে করি নতি, তাঁহারি কৃপায় হউ
অভীষ্টপূরণ।
তুমি সরস্বতীপতি, নমি পদে সরস্বতি, সুরস পূরিত কুরু সরস
বচন ॥
জয় জয় জগন্নাথ, তুমি ত জগত-নাথ, সচল অচল পদে করি
প্রণিপাত।
কৃপাম্বুধি তুমি নাথ, এ লীলা তব সাক্ষাত, উদয় করাও দেব
আসি' ভক্তসাথ ॥

অভিন্নচৈতন্য এস, এস নিত্যানন্দ এস, এস প্রেমদাতা এস
করো প্রেমদান।
এস এস শ্রীঅদ্বৈত, এস শ্রীহরিণাদ্বৈত, এস গদাধর এস
গৌরগতপ্রাণ॥
এস এস শ্রীনিবাস, বক্রেশ্বর হরিদাস, নরহরি আর যত
ভক্তকুলচন্দ্র।
সবে মিলি' করো দয়া, স্ফুরু রথযাত্রালীলা, শকতিবিহীন মূঢ়
মোরা অতিমন্দ॥
গৌর-গৌরভক্তপদ-, রেণু করি' সুসম্পদ, পাথরগলানী লীলায়
করিয়ে প্রবেশ।
অদোষ-দরশিভক্ত, পদে হ'নু অনুরক্ত, দেখো যেন ইথে নহে
অপরাধ-লেশ॥
জয় গৌর-লীলা জয়, জয় গৌর লীলাময়, জয় গৌরভক্ত জয়,
জয় গৌর জয়।
জয় জয় জয় জয়, জয় গৌরভক্ত জয়, জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয়
জয় গৌর জয়॥

গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল!! গৌরহরিবোল!!!

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীনিত্যানন্দ।

পাথর— জনৈক পাহাড়ী ভক্ত।

ঝব্‌কা— ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

নাথ ও বটু— ঝব্‌কার পুত্রদ্বয়।

রাজা— সুসঙ্গের রাজা।

বাবাজী— বৈরাগী বৈষ্ণব।

প্রতাপরুদ্র— উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা।

সার্ব্বভৌম— ঐ সভাপণ্ডিত, স্বনামধন্য বেদান্তের আচার্য্য।

কাশীমিশ্র— ঐ কার্য্যাধ্যক্ষ ও শ্রীচৈতন্যের প্রিয়ভক্ত।

হরিচন্দন— ঐ পার্শ্বচর।

মন্ত্রী, দেও, পার্ষদগণ, দাঁড়ীমাঝিগণ, যাত্রীগণ, ফুলওয়ালা, কলাবিক্রেতা পাখাবিক্রেতা, পাহাড়ীয়াগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সোমালী— পাথরের মাতা।

জয়ন্তী— ঐ পিতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী।

বিজ্‌লি— ঝব্‌কার স্ত্রী।

নান্দী

পতিত পাওন নিতাই।
করুণাঘন প্রেমসদন মহিমাকো অন্ত না পাই॥
আদি সঙ্কর্ষণ কারণকারণ
গর্ভোদ ক্ষীর সাগর শয়ান,
শেষ অজ ভব বন্দিত চরণ
বেদ পুরাণ যাঁক গাই।
সো শূদ্রাধম চণ্ডাল যবন
দীন মুরখজন তারণ কারণ
কলিমল কল্মষ তাপ নিবারণ
ভূপর প্রকট হোই॥
দুখী দুখ হেরি রোই রোই
ধাওত ধাওত কোর দেই
হরি হরি বোল ভজ গৌর ভাই
নাচত সবহুঁ নাচাই॥
(এ) নিতাই তুঁহি অতুলন হোই
রীত চরিত দয়া অ্যায়সে নাই পাই।
ভাই ভাই মিলি তেরে যশ গাই
দে দে চরণ ছাহ্নি॥

কাঙ্গালের ঠাকুর

শ্রীগৌরাঙ্গ
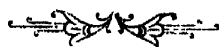
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গারো পাহাড়—কুটীর প্রাঙ্গন।

[চতুর্দ্দিকে শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য; একদিকে পাহাড় হইতে ঝরণা প্রবাহিত; দূরে দূরে এক একখানি পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছে: প্রাঙ্গনে তীর, ধনু, বর্শা, লাঠি, কোদালী, কুঠার, কাটারি ভোজালী স্থানে স্থানে নিপতিত; কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া পাহড়ী রমণীগণ ইত্যাদি।]

(বট্টু ও নাথুর প্রবেশ)

ব। (তীরধনু লইয়া) চল্ চল্ চল্ চল্ নাথু শিকার খেলি চল্।

না। (বর্শা লইয়া) কোন্ শিকার খেল্‌বি বট্টু তাই
হামারে বোল্।

ব। হামি মারুবে একটা বাঘ।

না। হামি ভাঙ্গ্‌বে রে মৌচাক্।

উভয়ে। চাকের পাশে ভাল্‌কা আসে মারুবে তারে চল্।

ব। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

না। হামে গাঁথ্‌বে বরা হোঃ।

ব। হারে রে রে বোল্।

না। চল্ শিকারে চল্।

উভয়ে। শিকার খেল্‌তে বোড়্‌ডো মজা চল্ চল্ চল্ চল্।

(নাচিতে নাচিতে প্রস্থানোদ্যম)

(কুটীর হইতে জয়ন্তীর বহিরাগমন)

জ। আরে যাস্ না, যাস্ না একেলা যাস্ না, দাঁড়া। তোরা ছেলিয়া মানুষ আছিস্, বাঘ মারুবি কিরে, বাঘ খাইয়ে ফেল্‌বে রে; যাস্ না রে যাস্ না।

ব। (ফিরিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, বাঘ খাইয়ে ফেলবে! হামি বাঘকে মারিয়ে ফেল্‌বে না? তুই মেইয়া লোগ্ আছিস্, তোর ডর লাগছে। যা, তুই ঘরকে যা।

জ। আরে না রে বট্টু, শুন্, তুই যাস্ না। জেঠ্‌ঠা শিকার খেল্‌তে মান্না করে তুলোগ শিকার খেলিস্ না।

না। আরে শিকার খেল্‌বে না ত খাবি কিরে? শিকার না খেল্‌বে ত খাব্বা কেম্‌তে মিল্‌বে?

জ। কেনে মিল্‌বে না? ঘরে কচ্চু আছে, চুবড়ী আল্লুভি আছে, গাছে তিঁতড়ি আছে, কেত্তে খাবি খা না ভাই, শিকার কেনে খেল্‌বি, শিকার খেলিস্ না।

না। শিকার না খেল্‌বে ত বাপ্পা কি খাবে? বাপ্পা ত মাস্ না হোবে ত খাবেক্ না রে। হাম্মি শিকার খেল্‌তে যাবে, তুই মান্না করিস্ না যা। বট্টু যাবি ত চল্। (অদূরে বরাহ দেখিয়া বর্শা জোর করিয়া ধরিয়া) আরে ওই, হোই বরা হোই, হা রা রা রা—

(দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন ও বেগে পাথরের প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

পা। (নাথুর হাত ধরিয়া) কুথা যাবি রে বাপ্পা? বরা মারিয়ে তোর কি হোবে তাই বোল্। বরা তোর কি কোর্‌লো যে তুই ওকে মারিয়ে ফেল্‌বি বাপ্? ওমন কাজটী করিস্ না। যা বট্টু যা ঘরকে যা।

না। শিকার খেলতে দিবি না জেঠ্‌ঠা ত বাপ্পা গোস্মা হোবে।

পা। আরে তুই ঘর্‌কে যা, গোস্‌সা হোবে ত হামি তোর বাপ্পাকে ঠাণ্ডা কোরে দেবে যা।　　[উভয়ের প্রস্থান।

জ। জেঠ্‌ঠা, তুই যা বলিস্ হামার বোড্ডো ভাল লাগে।

লেক্কিন, কাক্কা ভারি গোস্সা হয়। আয়ি কেত্তো বকে, হামি চুপটি করিয়ে থাকে। আর মনে মনে তোর হরিকে ডাকে।

পা। তাই কোর্‌বি মায়ি তাই কোর্‌বি। সাধু হামারে বোলিয়েছে কি মাস্ না খাইলে আর হরি হরি বোল্‌বে ত হরি সব ভালাই করিয়ে দেবে, আর কুচ্ছু ভাবনা থাকবে না। হামি তোকে রোজ্ রোজ্ ফুল আনিয়ে দেবে, তুই পূঁজা কোর্‌বি।

জ। (সভয়ে নিরীক্ষণ করিয়া) ওই ওরা এস্‌ছে। জেঠ্‌ঠা হামি সরিয়ে যাই।   [প্রস্থান।

পা। ওরা আসিয়ে ঝুট্‌মুট্ দিগ্‌দারী কোর্ব্বে, হরি বোল্‌তে দিবে না, হামিভি বোনে সাধুর কাছে চলিয়ে যাই।   [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নদীতীর,—বটমূলে বাবাজী সমাসীন হইয়া জপ করিতেছেন।)

বাবাজী। কৃষ্ণ হে করুণাময়! তোমার লীলা কে বুঝবে? তুমি নরদেহ ধারণ করে' কলির জীবকে উদ্ধার কর্ত্তে এসেছ, এ কথা তুমি না বোঝালে জীবে কেমন করে' ধারণা কর্ব্বে? তুমি কি কাজে এসে' কা'কে দিয়ে কি কাজ করিয়ে নিচ্ছ তাই বা কেমন করে বুঝবে? এ জীবাধমকে এ পাহাড়ী দেশে

কি কর্ত্তে এনেছ তা এ ক্ষুদ্র কীটের কেমন করে বোধগম্য হবে ? তুমি সুন্দর, তোমার লীলাও সুন্দর, তোমার অপার করুণায় এ পাহাড়া দেশ প্লাবিত করে দাও প্রভু। আহা! এরা যে বড় কাঙাল, দেবতা বলে ভূত প্রেতের পূজা করে, জীব হিংসা করে, নরবলি দেয়, নরমাংস খায়, মানুষ হয়েও রাক্ষসের মত আচরণ করে। এদের কি হবে প্রভু! এ করুণাসিন্ধু অবতারে এদের কি গতি হবে না ? তুমি এবার গৌরকৃষ্ণ হয়ে এদেরই ত কৃপা কর্‌তে এসেছ, তুমি এদের কৃপা করো, দয়াল নিতাই-চাঁদ এদের কৃপা করো, এ দীনহীন কাঙালদের হরিভক্তি দিয়ে উদ্ধার করো প্রভু!

(পাথরের প্রবেশ)

পা। হরি কই হামারে দেখা দেয় রে সাধু! হামি তোর কথা শুনিয়ে শিকার ত ছোড়িয়ে দিয়েছি, হরদম্ হরি হরি বোল্‌ছি ত হরি ত হামারে দেখা দিল না সাধু।

বাবাজী। হরিনাম করো পাথর, হরিনাম কর্ত্তে কর্ত্তেই নামের কৃপায় তোমার সাধন তুমি পাবে, ভাল করেই তুমি শ্রীহরির দেখা পাবে, এ কৃপার যুগে হরিকৃপায় কেউ বঞ্চিত হবে না।

পা। হামি যে বুড়ো হ'য়ে গেলো রে, আর কোবে দেখা পাবে। হরি দেখা দিবে ত রে সাধু ?

ব। নিশ্চয় শ্রীহরি তোমায় দেখা দেবেন বাবা। তোমার মত কাঙালকে দেখা দিতেই ত এবার তিনি আপনি এসেছেন।

এই সরল বিশ্বাস, এই ব্যাকুলতায় নিশ্চয় তুমি তাঁর দেখা পাবে।

প। আচ্ছা, তোবে তুই হরিনাম জপ কর, হামিভি এইধারে বসিয়ে হরি হরি বলি। তোকে হরি দেখা দিল ত হামারে কেনে দেখা দিবেক্ না। কি বলিস সাধু, হাঁ ?

বা। হরি বলো বাবা হরি বলো, দিনরাত হরি হরি বলে হরিকে ডাক, দয়াময় হরি নিশ্চয় তোমায় কৃপা করবেন। (স্বগত) গৌরকৃষ্ণ কৃপাময়! একে কৃপা করো প্রভু, আর যে এর সরল প্রাণের ব্যাকুল বেদন চোখে দেখতে পারি না। কৃষ্ণ হে দীনবন্ধো! (প্রকাশ্যে) তবে এস বাবা, হরিনাম করো, আমায় আজই এখান থেকে আসন তুল্‌তে হবে।

পা। সে কি রে সাধু! তুই চোলিয়ে যাবি? হামারে ফেলিয়ে চোলিয়ে যাবি? সিটী হোবেক্ না, তোবে হামিও তোর সাথে যাবে। এ দেশ ভাল না আছে, এরা সব শিকার খেলে, শিকার না খেল্‌লে গোস্‌সা করে, হরি হরি বোলে না, হামি কেনে এখানে পড়িয়ে র'বে, হামিভি তোর সাথে চলিয়ে যাবে। কেমন সাধু হামারে সাথে লিবি ত রে ?

বা। (সাশ্রুনয়নে) কি সরল প্রাণের কোমল প্রীতি রে! তুই আমার সঙ্গে ঘরবাড়ী ছেড়ে কোথা যাবিরে পাথর ? তাও কি হয়, এরা তোকে যেতে দেবে কেন ?

পা। কে দিবেক্ না ? হামার ত জরুটা মোরিয়ে গেছে, রোখ্‌বে কে ? মায়ি আছে, ত হামি মায়ির গোড় দুটা ধরে'

মায়ির মত করিয়ে লেবে, আর তোর সাথে চোলিয়ে যাবে। কেমন, তুই হামারে লিয়ে যাবি ত? হামি তোরে ছোড়িয়ে রইতে পার্ব্বে না সাধু, তুই হামারে লিয়ে যাবি, হাঁ?

বা। (অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সান্ত্বনা দিয়া) তাই হবে পাথর তাই হবে। তবে এখনই নয়। আমি আজই যাচ্ছি, আমার ডাক এসেছে, আমার ত আর থাক্‌বার উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না, তুমিও শীঘ্রই যাবে। নির্জ্জনে বসে হরিকে ডাক্‌লে তোমাদের যে দেও আছে ওই তোমাকে পথের সন্ধান বলে দেবে। সেই পথে সেই স্থানে গেলেই তুমি শ্রীহরির দর্শন পাবে। আমি ধ্যানে জেনেছি তোমার হরিদর্শনের আর বিলম্ব নেই। দাও ভাই আমারে বিদায় দাও, আশীর্ব্বাদ করি তোমার হরিদর্শন হোক।

[বাবাজীর প্রস্থানোদ্যম ও পাথরের প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর-প্রাঙ্গনের অপর পার্শ্ব।

(মহিষ পালনে নিযুক্তা বিজ্‌লী আপন মনে গান করিতেছে)

বি। ঝাঁক্‌ড়া চুলে, রঙীন ফুলে, মনটা হামার ভুলিয়েছে।
কাঁধে লিয়ে', রড়্ দিয়ে সে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।
লোহার বালা, হাড়ের মালা, বঁধু সেজে এসেছে।
মুচকি হেসে, কাছে ঘেঁসে, হাতে ধরে সেধেছে॥

(অদূরে কোদালী স্কন্ধে ঝরকা কাজে যাইতে যাইতে
বিজলীকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া
লুকাইয়া গান শুনিতেছে)

এ ঝর্‌কা, তুই দাঁড়িয়ে কেন রে ? কাম কর্‌বি না ? হাঁ ?

ঝ। কাম ত কর্‌বেই রে, কাম কর্ত্তেই ত যেছিরে। তুই গান করছিস্ হামি দাঁড়িয়ে শুনিয়ে নিল। বড়া মিঠা লাগ্‌ল, ত দাঁড়িয়ে শুনিয়ে নিল।

বি। হাঁ, গান কর্‌ল। তোকে কে বল্‌ল যে হামি গান কর্‌ল ? কর্‌ল ত কর্‌ল, তুই শুন্‌লি কেন রে, তোকে শুন্‌তে কে বল্‌ল ?

ঝ। বোল্‌বে কে রে ? মিঠা লাগ্‌ল শুনিয়ে নিল। শুন্‌ল ত তোর কি হোল ? তুই গান কর্‌বি হামি শুনবে না ত শুনবে কে রে ?

বি। শুন্‌বে আবার কে রে ? হামি গান কর্‌বে হামিই শুন্‌বে। তুই মরদ্ আছিস্, মেইয়া লোকের গান শুন্‌বি কেন রে ?

ঝ। আচ্ছা আচ্ছা, মানা কর্‌বি ত আর শুন্‌বে না, আজ ত শুনিয়ে নিল আর কভি শুন্‌বে না। হামি না শুন্‌বে ত দেখ্‌বি মনে দুঃখ্ হোবে, শুনতে বোল্‌বি তব্‌ভি হামি শুন্‌বে না, হাঁ।

বি। তোকে শুন্‌তে কে মানা কোর্‌ল তাই বোল্‌ত। মরদ আছিস্, শুন্‌বি ত শুন্‌বি আড়াল হোয়ে শুন্‌বি। সাম্‌নে থেকে শুন্‌বি ত লাজ লাগবে না ? ওহি ত বোল্‌ল তুই কুছু বুঝ্‌লি না।

ঝ। হাঁ, লাজ লাগবে! হামি তোর মরদ্ আছে, হামার কাছে ভি লাজ্ লাগ্‌বে! লাজ লাগ্‌বে ত লাগ্‌বে, লাজ লিয়ে তুই থাক্, হামি কাজে যাচ্ছে! (প্রস্থানোদ্যত)

বি। (হাসিয়া) আরে শুন্ শুন্, একঠো বাত্‌তো শুনিয়ে লে। হাঁ ?

ঝ। (ফিরিয়া) কি বোল্‌বি বল্, ঝট্‌পট্ বোলিয়ে লে, হামি কাজে যাবে, দাঁড়াবে না।

বি। দাঁড়াবি না ত শুন্‌বি কেম্‌তে রে ? বড়া ভারী বাত, দাঁড়িয়ে যাবি, শুনিয়ে লিবি, তোবে ত বোল্‌বে, নেই ত হামি বোল্‌বে না।

ঝ। (দাঁড়াইয়া) লে, লে, দাঁড়িয়ে আছি লে, লে কি বোলবি বোল্।

বি। না, যা হামি বোলবে না, তুই তোর কাজে চলিয়ে যা।

ঝ। আরে বোল্ রে বোল্। বোল্‌লো বলে কি চলিয়ে গেল ? তোর বাত্ না শুনিয়ে কি হামি যাতে পারে ?

বি। না, যা, তুই তোর কাজে চোলিয়ে যা। তুই তোর কাজ লিয়ে থাক্ কেনে রে, তোর শুনিয়ে কাজ না আছে, হামি কুচ্ছু বোল্‌বে না।

ঝ। আরে তুই রাগ করিস্ না বিজল্। বোল্ কি বোল্‌বি বোল, হামি তোর দুটা হাতে ধর্‌ছে, তু হামারি জান্ আছিস্, তুই রাগ কর্‌বি ত হামার দিলটা একদম্ খারাব্ হোয়ে যাবে।

লে দেখ্, হামি দাঁড়িয়ে আছি, এখন বোল্ ত কি বোল্বি বোল্।

বি। দেখ্ ঝব্বুকা হামি একবাত বলি শুন্। তোর দাদাকে বোল্, দাদার একটা সাঙ্গা দিয়ে দে। হামার বাত্ শুন্, নেই ত ভালা হোবে না। জোয়ান মরদ্ আছে, জরু না রোবে ত মন বিগ্ড়িয়ে যাবে। কুচ্ছু ভালা লাগ্বে না, আপ্নি শিকার খেল্বে না, লেড়কা ওড়্কাকেভি শিকার খেল্তে দিবে না, ঘর বিল্কুল্ সব বিগড়িয়ে দিবে, আর একদিন সাধু হোয়ে চোলিবে যাবে। ওসব ভালা বাত্ নেই, উন্কা একটা সাঙ্গা দিয়ে দে।

ঝ। এহি বাত! (হাসিয়া) আচ্ছা, তোবে তুই এক কাম কর্। দাদা ত বুড়া হোয়ে গেল, কেও ত সাঙ্গা কোর্বে না। তোর এত্ত মন খারাবি হোল ত তুই ওকে সাঙ্গা করিয়ে লে, হামি সাধু হোয়ে চোলিয়ে হাই। কেমন? এই বাত ঠিক্ কি না তাই বোল্।

বি। (রাগিয়া) যা যা, তুই আপ্না কাজে চলিয়ে যা। তোকে কুচ্ছু কোর্ত্তে হোবে না। হামার কাছেভি তুই আস্বি না। আর আস্বি ত তোর মুখ্ভি হামি দেখ্বে না।

(ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—প্রস্থানোদ্যম।)

ঝ। (হাত ধরিয়া) আরে শুন্ পাগলী শুন্, তুই ঠাট্টা বুঝ্লি না? তাই হোবে রে তাই হোবে। হামিভি তাই ভাবিয়েছে, তুই যেমন্ বোল্লি ওহি কোর্তে হোবে। দাদার

একঠো সাঙ্গা দিতে হোবে। হামি কাল মায়িকে বোল্‌বে, তুইভি বোলিয়ে রাখিস্‌, তোবে সব ঠিক্‌ হোবে, হাঁ ?

বি। (হাসিয়া) হাঁ, হামি মায়িকে বোল্‌বে, তুইভি বোল্‌বি তোবে হোবে। আচ্ছা, এখন তুই কাম করতে যা, হামি ঘর্‌কে চোলিয়ে যাই।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

নীলাচল। কাশীমিশ্র-ভবন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীচৈ। শ্রীপাদ !
ওই শুন কাতর ক্রন্দন !
কলির পীড়নে জীব কাঁদে নিরন্তর !
মায়াবশে অন্ধ আঁখি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপিতে নারে,
সুখ আশে মত্ত হয়ে ধায় অবিরত,
মোহপাশে বদ্ধ পাপ করে রাশি রাশি,
তবু পাপ ছাড়িতে না পারে।
পাপফলে রোগ শোক আসে মহামারী,
দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ঝঞ্ঝা দাহন প্লাবন,

কলহ বিবাদ দ্রোহ স্বজনবিরোধ,—
জ্বলে ওঠে সমর-অনল,
রাজ্য যায় ছারখার,
গৃহে গৃহে উঠে হাহাকার,
তবু পাপ ছাড়িতে না পারে।
ইন্দ্রিয় চরায়ে চাহে সুখ লভিবারে,
অল্পজ্ঞান অল্পবুদ্ধি অল্পই সম্বল,
নাহি জানে ভূমার সন্ধান,
নাহি বুঝে প্রেমের মরম,
পাষণ্ড দুর্ম্মতি,
মহাদম্ভে ঈশ্বরে না চাহে মানিবারে।
প্রকৃতি বিজ্ঞান বলে হয়ে হতজ্ঞান,
মারণাস্ত্র করে উদ্ভাবন,
বাড়ে হিংসা, বাড়ে পাপ, বাড়ে মনস্তাপ,—
ভ্রান্তিবশে সুখ বলি' বরি' লয় দুঃখ,
ভোগে রোগে পাপযোগে দারুণ দুর্ভোগ,
লোকমাঝে কাষ্ঠ হাসি অন্তরে দাহন,—
দারুণ হৃদয় জ্বালা সহে অবিরাম,
কত আর সহিবারে পারি!
কলিহত দুঃখী জীব শান্তির কারণ,
আইলাম তোমারে লইয়ে,
জীবে কই আসে জুড়াইতে!

অজ ভব দুর্লভ যে প্রেম,
হ্লাদিনীর সার ব্রজকিশোরীর প্রেম,
সেই প্রেম বিলাইতে আইনু ধরায়,
বিলম্ব সহে না আর,
দুঃখী জীবে করো বিতরণ।

শ্রীনি। যে তোমার ইচ্ছা তাই মাত্র ফল ধরে,
কেবা বলো কি করিতে পারে?
এ দেহ তোমার, ইথে তুমি ত পরাণ,
তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমি,
প্রভু তুমি, দাসমাত্র আমি,
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি তোমার নির্দ্দেশে,
চলি যথা চালাও আমায়,
বলো কিবা আজ্ঞা মোর প্রতি।

শ্রীচৈ। এ যুগের তুমি অবতার,
সূত্রধার তুমি নট, জান তুমি সমুদয়।
জান তুমি গোলকের পরম সম্পদ
বিলাইবে যারে তারে এই তব সাধ।
জান তুমি আচার্য্য যে মাগি নিলা বর,
অধম চণ্ডাল যেন পায় প্রেমধন।
জান তুমি রাধাভাবে মগ্ন হব আমি
লোকে দেখাইতে নিজ প্রণয়-মহিমা,
পরমার্থ পরাকাষ্ঠা নিঃশ্রেয়সসীমা।

গীতা ভাগবত মর্ম্ম করি' উদ্ঘাটন
বুঝাইব 'প্রণয়বেদন',
জানাব কেমনে
প্রেমলীলাছলে গড়া বিশ্বের মাঝারে
প্রেমই সম্পদ—প্রেমডোরে বাঁধা পড়ে
মুনি ঋষি জ্ঞানে যারে ধরিতে না পারে
প্রেমবশ্য প্রেমময় স্বয়ং ভগবান্।
প্রেমের কাঙাল আমি,
প্রেম লাগি রচি এই ভুবনকানন,
জীবে নাহি বুঝিল মরম।
বুঝাইতে এনু তাই ধরি নরকায়
নররূপে প্রেম করি' শিখাব সবায়।
যাও হে শ্রীপাদ,
যাও তুমি কলিজীবে করো বিতরণ,
সংকীর্ত্তন করো হে প্রচার,
নাম বিনু কলিজীবে নাহি পরিত্রাণ,
নাম প্রেম দানি' করো সংসারমোচন।
বেদবিধি পালিবারে নাহিক শকতি,
সংকীর্ত্তন মাত্রে হবে মোর আরাধন,
যাহে পাপরাশি
দূরে যাবে হবে চিত্তদর্পনমার্জ্জন।
ভবদাবানল শান্ত হবে হরিনামে,

শুদ্ধজ্ঞানোদয়ে হবে নিঃশ্রেয়সলাভ,
পদে পদে রস আস্বাদন,
আনন্দে চিণ্ময় রসে হবে নিমগন।

যাও শ্রীপাদ, আমার কলিজীব বড় কাঙাল, তাদের কৃপা করো।

শ্রীনি। আর কি কৃপার বাকী আছে! আদেশ যখন হয়েছে তখন এইবার দু'হাত তুলে হরি বোলে গৌরপ্রেমে নেচে বেড়াবো।

শ্রীচৈ। (হাসিয়া) তাই করো, তা'হলেই হবে।

উভয়ে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

পঞ্চম দৃশ্য।

(কুঠার স্কন্ধে কোদালী হস্তে ঝরকার পশ্চাতে পাথর ও সোমালির প্রবেশ)

সো। আরে পাথ্‌রা, তোর কি হোইয়েছে বোল্‌ত শুনি। তুই হামার জোয়ান বেট্টা আছিস্, শিকার খেল্‌বিনি, কাওকেভি খেল্‌তে দিবি নি, এ তোর কি খিয়াল হোল বাচ্ছা? শিকার খেল্‌তে দিস্ না শুন্‌লে সর্দ্দার যে গর্দ্দান লিয়ে লিবে রে বেট্টা। শুন্, তুই এমনটি আর কভি করিস্ না বাচ্ছা, নয়ত ভালা হোবেক্ না, শুন্‌লি?

পা। গর্দ্দান লিয়ে লেবে ত হামি কি কোর্‌বে মায়ি? হামি শিকার খেল্‌বে না। সাধু মানা করিয়েছে হামি শিকার খেল্‌বে না, হরিবোল হরিবোল বোল্‌বে, সব ভালা হইয়ে যাবে, তুই কুচ্ছু ভাবিস্ না।

ঝ। আরে শিকার না খেল্‌বি ত গর্দ্দান ত যাবে। দেখ্, সর্দ্দার শুনিয়েছে, তোর জান লিবে বলিয়েছে। জান বাঁচায়ে কাম কর্‌বি পাথ্‌রা, সর্দ্দার বোড়ো কড়া লোক আছে। আর সাধু সাধু তুই কি যে বলিস্ হামি কুচ্ছু বুঝি না। হামরা কি দেওকে ডাকে না? দেও কি মাস্ খেতে মান্না করিয়েছে? মান্না কোর্‌বে ত সব্বাই খাবে কেনে বোল্‌ত। সর্দ্দার খাইবে কেন বোল্‌ত। তুই কুথা কোন্ সাধু দেখ্‌লি, সাধু তোর মাথা বিগ্‌ড়িয়ে দিল।

সো। শুন্‌লে বাচ্চা, তোর মায়িকা একটা বাত শুন্‌লে। ওসব বাত্ ছাড়িয়ে দে বাপ্পা, যেমন ছিলি তেম্‌নি হ,' শিকার খেল্, কাম্‌ভি কর্, আর জরু মর্ গোলো ত কি হোলো, তুই একটা সাঙ্গা কর্, হামার মনটা খুসী কর্ দে বাপ্পা।

পা। (পদধূলি লইয়া) তোর পায়ের দুটা ধূলা দে মায়ি। আর হামাকে আশীষ কর্ হামি হরিবোল হরিবোল বলিয়ে সাধু হোয়ে চলিয়ে যাই।

ঝ। আরে কি বোল্‌ছিস্ পাথ্‌রা? ওরা সব তুহার কথা সর্দ্দারকে বোলিয়েছে, ত সর্দ্দার বিচার কোর্‌লো আর বোল্‌লো কি কাল যদি তুই শিকার না খেল্‌বি আর হরিবোল ছাড়িয়ে

দেওকে পুঁজা না কোরবি ত সর্দ্দার তোকে কাঁড় বিঁধায়ে মারিয়ে ফেল্‌বে। হামি শুনিয়ে এসেছে। তুই হামার বড় দাদা আছিস্, তোর জান্ যাবে তাই এত্ত করে হামি তোকে বোল্‌ছে। না শুন্‌বি ত কাল সর্দ্দার তোর জান্ লিবেই লিবে। সর্দ্দারকে জানিস্ ত? ও কুচ্ছু শুন্‌বে না।

সো। শুন্ বাপ্পা শুন্। হামার কথ্‌থা শুন্। সর্দ্দারকে গোস্‌সা হোতে দিস্ না। দেও বোড়ো জবর ঠাকুর আছে, দেও রাগ কোরবে ত কেউ রোখ্‌তে পার্ব্বে না। তুই হামার কথা শুন্‌লে পাথ্‌রা। সর্দ্দার দেশের রাজা আছে, সর্দ্দার দেওকে মানে, দেও ওকে সর্দ্দার বেনিয়েছে, কেত্তে ক্ষ্যাম্‌তাভি দিয়েছে, সর্দ্দারের বাত্ না শুন্‌বি ত, দেওকে না ডাক্‌বি ত দেওভি গোস্‌সা হোবে। শুন্ বাপ্পা শুন্, আজ সে তু ভালা হো যা বাচ্ছা।

পা। আরে কি! হামি শিকার খেল্‌বে না বলে' হামার গর্দ্দান লিয়ে লেবে! হামি দেওভি মানে, হরিকেভি ডাকে। হরিকে ডাকে বলে' হামারে মারিয়ে ফেল্‌বে! কেন? হামি কার কি কোরিয়েছে যে হামার জান্ লিয়ে লেবে! আরে মায়ি, তোদের এ দেশ ভালা দেশ না আছে, হামি এ দেশে রইবে না। দে মায়ি, তোর পায়ের ছুটা ধূলা দে, (পদধূলি গ্রহণ) হামি চলিয়ে যাই। সাধু বোলিয়েছে, দেও গোস্‌সা হোবে না, হামি হোরিকে ডাক্‌বে। যে দেশে হরিকে ডাক্‌লে কেও কুচ্ছু বোল্‌বে না, হামি সেই দেশে রইবে আর হরিকে ডাক্‌বে।

(বাহু তুলিয়া) হরি দয়া কর্। দীন দুঃখীকে দয়া কর্ হরি। এ পাহাড়ী ভূত্‌কে দয়া কর্ হরি। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (প্রস্থান)

সো। (দেখিয়া) আরে ঝর্‌কা, পাথরা চলিয়ে গেল যে রে। আরে বাপ! কুথা যায় রে ঝর্‌কা, পাথ্‌রা কুথাকে যাবে রে। আরে মেরে বাপ্পা! কুথা যাবি রে বেট্টা, কুথাকে যাবি? হামারে ছাড়িয়ে কুথাকে যাবি? পাথ্‌রা, পাথ্‌রা, এ পাথ্‌রা শুন্ শুন্ ঘুরে আয় বেট্টা, হামি আর তোকে কুচ্ছু বোল্‌বে না বেটা, ঘুরে আয় বাপ্পা। পাথরা, পাথ্‌রা, কুথা যাবি বাপ্পা, ঘুরে আয়, ঘুরে আয়। (সোমালি ও ঝর্‌কার দ্রুতানুধাবন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সুসঙ্গের রাজ-সভা।

রাজা ও পরিষদ্‌বর্গ।

রাজা। মন্ত্রী মশাই, তবে যাওয়াই স্থির। আমার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত ভার আপনার ওপর রইল, আপনিই রাজকার্য্য পরিচালনা কর্‌বেন। আপনার মত সুযোগ্য ব্যক্তির ওপর ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তমনে তীর্থযাত্রা কর্‌ব এইরূপই মনস্থ করেছি।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধায্য। তবে এই খেদ যে সকলকেই সঙ্গে নিয়ে মহারাজ কলিতে দারুব্রহ্ম নীলাচলচন্দ্র দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করছেন আর এই বৃদ্ধ বয়সে অধীনকেই শুধু এ কৃপায় বঞ্চিত করলেন।

১ম পাঃ। বঞ্চিত কেন হবেন মন্ত্রী মশাই, অর্থাৎ ওটা সঞ্চিতই হবে। অর্থাৎ রাজা মশাই ঘরে নেই, ফাঁকা ঘরে মোণ্ডা মেঠাই পক্কান্ন রাজভোগ অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ির যাবতীয় প্রসাদ—বুঝেছেন কি না? খেয়ে শেষ কর্ত্তে পার্ব্বেন না অর্থাৎ গাড়ী গাড়ী ছাঁদা নিয়ে গিয়ে অর্থাৎ ঘরে গাদা প্রমাণ সঞ্চয় করবেন। বলি, এটা কি মন্দ ব্যবস্থা হোল?

রাজা। (হাসিয়া) আহা থামো থামো। (মন্ত্রীর প্রতি) তা যে হয় না মন্ত্রী মশাই। কৃপার কথা কি বলছেন, আপনি এ কৃপা না করলে আমার ত তীর্থযাত্রা ভাগ্যে ঘটে না মন্ত্রী-মশাই। বেশ, তবে না হয় এ যাত্রা আপনিই দর্শন করে আসুন।

১ম পাঃ। হ্যা, ন্যাও অর্থাৎ এইবার কৃপার ঠেলা সাম্‌লাও। অর্থাৎ ভাল বললুম তা হোলো না, অর্থাৎ তবে যাও এবার তীর্থের কাক হও গিয়ে, অর্থাৎ ধূলো মেখে, বুঝ্‌লে কি না? খালি পেটে রাস্তা হেঁটে অর্থাৎ ফ্যা ফ্যা করগে। যাও না, যাও।

মন্ত্রী। না, না, সে কি কথা রাজা মশাই? আপনি যাত্রা করবেন বলে' সকল আয়োজনই করেছেন আর আমি আপনার

অনুদাস হোয়ে আপনার ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দেব ? এত অকৃতজ্ঞ সুসঙ্গরাজের মন্ত্রীপরিবারে কেউ কি কখনও হতে পারে ? তাও কি কখন হয় ? আপনি নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করুন, রাজ্য রক্ষার সকল ভারই রাজাদেশে আমি সানন্দে গ্রহণ কর্‌লুম।

১ম পাঃ। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে ! অর্থাৎ খাজা গজা মণ্ডা মিঠাই তখন মনে ধর্‌ল না, আর অর্থাৎ এখন বুঝি আনন্দলাড়ুর কথা মনে হয়েই অম্‌নি প্রাণটা অর্থাৎ একেবারে নেচে উঠেছে, কেমন ? তা মিথ্যে নয়, ওটা অর্থাৎ আনন্দ লাড়ুটা জিব্‌ভায় মজে ভাল, বুঝলে কি না ? সেটা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

২য় পাঃ। (হাসিয়া ১ম পাঃ প্রতি) ঠিক্ বলেছেন, জহুরি না হ'লে কি রতন চিন্‌তে পারে ? (রাজার প্রতি) হ্যাঁ তবে আমাদের কবে যাত্রা করা স্থির হোল রাজা মশাই ?

রাজা। মন্ত্রী মশায় যখন সম্মত হয়েছেন আর অনর্থক বিলম্বে প্রয়োজন কি ? সভাপণ্ডিত মশাই পাঁজি দেখে যে দিন স্থির করবেন সেই দিনেই 'জয় জগবন্ধু' বলে রওনা হওয়া যাবে।

৩য় পাঃ। বেশ, সেই কথাই ভালো। তবে আমরাও সব প্রস্তুত হয়েই থাকি।

২য় পাঃ। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রস্তুত ত অর্থাৎ থাক্‌তেই হবে। নইলে রাজা মশায় অর্থাৎ হঠাৎ যেতে বল্‌লেই যে অপ্রস্তুত হতে হবে।

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) আহা ! ও কে গান কর্চ্ছে ? বড় সুন্দর গাইছে ত ! (দেখিয়া) ওরে কে আছিস্, ডাক্‌ত বাবাজী

মশাইকে। দেখিস্ যেন অসম্মান করিস্নে, হাত জোড় করে মিনতি করে' ডেকে আন্‌বি।

(প্রতীহারীর প্রস্থান ও বাবাজী মশায়কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

(গাহিতে গাহিতে বাবাজীর প্রবেশ)

(ওরে) দিন যে গেল, হরি বলে নে, চল্‌তে হবে রে।
(হেথা) দুদিনের আশা, দুদিনের বাসা, ছাড়তে হবে রে ॥
(ও ভাই) রাজা প্রজা, সবাই প্রজা, এক যে রাজা রে।
(সেই) রাজাদেশে, ভবে এসে', সঙ্ যে সাজা রে ॥
(ওরে) সেই এসেছে, খেল্‌তে এবার, আপনি সেজে রে।
(ও সে) আপনি নাচে হরি বলে' পায় নূপুর বাজে রে ॥
(তোরা) কাজ ভুলে' আয়, সব ছেড়ে' আয়, হরি বলে'রে।
(তোরা) যে যাবি আয়, আয় চলে আয়, প্রেমে ঢলে' রে ॥

রাজা। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে) বাবাজী মশাই! আপনি কি রথযাত্রায় নীলাচলচন্দ্র দর্শনে চলেছেন ?

বাবাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজা মশাই। তাঁরই টানে পড়েই ত চলেছি; মনে আশা একেবারে সচল অচল উভয়বিগ্রহ দর্শন করে' নয়ন সার্থক কোর্‌বো। এখন সকলই তাঁর ইচ্ছা। কৃষ্ণ হে করুণাময়!

রাজা। (পুলকিত হইয়া সকলের প্রতি) দেখুন মন্ত্রী মশাই, আপনারা সকলেই দেখুন, একি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! ভগবানের লীলা কি বিচিত্র, কি মধুর! (বাবাজী মশায়ের প্রতি) নইলে

দেখুন বাবাজী মশাই, আমরাও ঐ প্রকার সঙ্কল্প করেছি, আর প্রভু আপনার মত মহাপুরুষকে সাথী করে' পাঠিয়েছেন। যাই হোক বাবাজী মশাই, আপনাকে তা'হ'লে আর ছাড়্ছি না, আপনি এখানেই কৃপা করে' অবস্থিতি করুন, আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গদানে আমাদের শ্রীধাম দর্শন ও ভক্তসেবা উভয় সৌভাগ্য প্রদান করে' কৃতার্থ করুন।

বাবাজী। ধন্য, ধন্য ! ধন্য তোমার কৃপা করুণাময় ! আমিও সঙ্গী খুঁজ্ছিলুম্, তা' জগবন্ধু আপনাদের মত ভক্তবন্ধুই মিলিয়ে দিলেন। তাই হবে রাজা মশাই তাই হবে। আমাকে তবে একটু নির্জ্জনে ভজন কর্বার স্থান নির্দ্দেশ করে দিন্।

রাজা। তার জন্য কোনও চিন্তা নেই। আপনি যখন দয়া ক'রে সম্মত হয়েছেন, আপনার যা কিছু প্রয়োজন কোনও ব্যবস্থারই ত্রুটি হবে না। মন্ত্রী মশাই, ঠাকুরবাড়ীতে এঁর ভজনস্থলীর ব্যবস্থা করুন।　　[সকলের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্যানীবেষ্টিত গিরি গুহাভ্যন্তর।

(অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় করলগ্নশীর্ষ পাথর)

পা। আরে সাধু, তুই যে আমারে বোলিয়ে দিলি, একেলা আঁধারে বোসে হরিবোল বল্লে দেও হামার সাথে কথা বোল্বে,

হরির সন্ধান বোলিয়ে দিবে, তোবে দেও এখনো এস্‌ছে না কেন রে ?—আচ্ছা, হামি উঠিয়ে বোসে কস্‌সে হরিনাম বোল্‌বে, দেখে ত দেও কেমন না এসিয়ে থাক্‌তে পারে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

(উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দুলিয়া দুলিয়া নামকীর্ত্তন)

(নেপথ্যে) পাথর !

পা। আরে ও কেরে ! কে কি বোল্‌ছে রে ! (উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ)

(নেপথ্যে) আমি দেও, কুলের দেবতা তোর।
বৎস ! ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন আজি।
বহুভাগ্যে পাহাড়িয়া কুলে জনমিয়ে,
হরিভক্তিধনে আজি অধিকারী তুমি।
আমি দেও, আমার দেওয়ান,
যক্ষ রক্ষ দেব আদি সবার প্রধান.
সেই হরি যাঁর নাম কর সংকীর্ত্তন।
তাঁহারি ইচ্ছায় আজি তাঁহারি নিদেশে
এসেছি তোমারে দিতে তাঁহারি সন্ধান।
যাও বৎস, ছুটে যাও দূরে পদ্মাপারে,
যাও ছুটে নীলাচলে সাগরের তীরে,
হের গিয়ে প্রকট শ্রীহরি,
অধম কাঙাল লাগি' ভুবি অবতারী,—
পাথর গলিবে,

দূরে যাবে সব দুঃখ জ্বালা,
চিরপ্রেমানন্দনীরে হবি রে মগন।
অধন্য হইবে ধন্য পাহাড়িয়া কুল,
ধন্য হবে কুলের দেবতা,—
ধন্য হবে যেই জন হেরিবে তোমারে,
হরিভক্তিধনে সবে হবে অধিকারী।
ধর বৎস আশীষ আমার;
হরি লভি' করো বৎস সফল জীবন।

পা ; (উঠিয়া) দেও, দেও, বাত্ শুনালি, দেখা দিলি না। ওরা তোকে কুচ্ছু জানে না, সদ্দারভি জানে না, দেও দেও করে, দেওতা তোর মন বুঝতে নারে, হামার মনটা খারাব্ করে দিল, ওরা বোল্‌লো তু গোস্‌সা হবি, আর এখন তুই ত বল্‌লি তু খুসী আছিস্। তোর বাত্ শুনিয়ে হামার মনটা খুসী হলো রে দেওতা। এখন আশা হোলো তোর দেওয়ান হরিকে হামি দেখ্‌বে। হামি হরিকে দেখ্‌বে। ওহো, হামি হরিকে দেখ্‌বে। হামি হরিকে দেখ্‌বে। চল্ দেওতা চল্, পথ দেখাবি চল্। চল্ পাথ্‌রা চল্—হরি দেখ্‌বি চল্। সে কুথাকে রে ? কে জানে কুথাকে ? হরিবোল হরিবোল। হোই পদ্মাপারে—হরিবোল হরিবোল। নীলাচলে চল্—হরিবোল হরিবোল। হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পদ্মাবক্ষে তরণী। সপার্ষদে সুসঙ্গের রাজা।

সকলে। প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশবধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃত কুর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরনী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

(সহসা ঘনঘটা, ঘোর ঝঞ্ঝাবাত)

কর্ত্তা মাঝি। গেলরে, গেলরে, কসে ধর্ কসে ধর্, হাল্‌ডা কসে ধর্। ঈশ্‌নে ম্যাঘ্ উঠ্‌ছেরে সামাল সামাল বহুত হুঁসিয়ার। বদর বদর (উঠিয়া হাল ধরিয়া) সর্ সর্ হাল্‌ডা আমারে দে। (হাল ধরিয়া) বদর বদর বদর।

রাজা। কি বুঝ্ছো গিরিবর, নাও বাঁচবে ত? উঃ! বড় জোর তুফান ছুট্‌ছে। দেখো, দেখো, বহুত হুঁসিয়ার। ইস্! নাও যে টল্‌মল্ করছে, আরে গেল গেল নাও বুঝি উল্‌টে গেল। গিরিবর, ও গিরিবর, জয় জগন্নাথ!

সকলে। আরে সামলাও না গিরিবর, গেল যে নাও যে বান্‌চাল হয়ে যায়।

ক-মা। আরে রহেন্ রহেন্, অ্যাহন্ চিল্লাচিলি কর্‌বেন না মুগুই। রহেন্ রহেন্, ঠিক হৈয়া চুপ্ দিয়া রহেন্, লড়চড়্ হলে লাও বাঁচাতে লারুব, এই কয়ে দিলাম কর্ত্তা। চুপচাপ ঠিক হৈয়া বহেন্, কেও লড়াচড়া করবেন না কর্ত্তা। (দাঁড়িমাঝিদের প্রতি) ওরে সামাল্ সামাল্, ভ্যালা মোর বাপ্‌রে—হঃ, বহুত হুঁসিয়ার, বহুত হুসিয়ার, হালা বা'য়ের জোর দ্যাখ্‌ছ, বদর বদর বদর— কেত্তন করেন রাজা মশাই—কেত্তন করেন, বুঝি মোরা আর রাখ্‌তে নারুলাম মহারাজ। হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ। বদর বদর বদর। (নৌকার ঘূর্ণিত হওন)

সকলে। আরে কিরে কিরে, এই গেলরে গেল—মধুসূদন রক্ষা কর। জয় জগন্নাথ। জগন্নাথ রক্ষে কর! জগন্নাথ রক্ষে কর!!

(কোলাহল ও ক্রন্দন)

বাবাজী। আসুন আসুন, সকলে মিলে' হরিনাম সংকীর্ত্তন করি, শ্রীহরি বিপদে রক্ষা কর্‌বেন। (বাবাজীর কীর্ত্তন ও সকলের যোগদান)

সকলে। বড় অসময়, তাই দয়াময়, তোমারে পড়েছে মনে।
এস এস হরি, তুফানেতে তরী, কে রাখিবে তোমা বিনে।
তব নাম স্মরি', ভাসায়েছি তরী,
পারে লয়ে যেতে তুমি হে কাণ্ডারী
শ্রীপদ সম্পদ, এ ভব গোষ্পদ, যাহার মহিমা গুণে॥
ভীম প্রভঞ্জন করে গরজন,
উত্তাল তরঙ্গ করে আস্ফালন,
কালভয়ভীত, চরণ-আশ্রিত, চরণ দাওহে দীনে॥
ভয়ের তুমি ভয়, অভয়-আলয়,
দাওহে অভয় দীনদয়াময়,
তার' হরি তার', দুর্গমে নিস্তার, (তোমার) করুণা পীযূষ দানে॥
বিপদ নিবারী, তুমিহে শ্রীহরি,
পড়িয়ে বিপদে, ডাকি হরি হরি,
হরি হরি হরি, রাখহে শ্রীহরি, শরণ লইনু চরণে॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল

(সংকীর্ত্তন)

ক-মাঝি। আর ভয় নেই কত্তা আর ভয় নেই। হরি দয়া করছে কর্ত্তা। বড্ড সামাল দ্যাছে কর্ত্তা। মোরা এই কাম কর্ত্তে কর্ত্তে চুল পাকালাম কর্ত্তা, কত দ্যাহ্‌লাম, কত জবর ঝাড় ঝাপ্‌টায় লাও বাঁচিয়েছি কর্ত্তা, অ্যাম্‌নি পাগ্‌টা আর কখ্‌নি না দ্যাহলাম কর্ত্তা। ওঃ, দ'য়ের মধ্যি কি পাগ্‌টাই দ্যাছ্‌ল কর্ত্তা, হরিনাম না কল্লি আর রখ্যি ছেল না কর্ত্তা, হঃ, এই কয়ে দিলাম

কর্ত্তা।—(সঙ্গীগণের প্রতি) আরে লে লে মান্‌কে, ছিলেম চড়া, তামুক সাজ্‌রে তামুক সাজ্।

(হাল আল্‌গা ধরিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে উপবেশন.)

রাজা। আর ভয় নেই ত রে। আঃ বাঁচা গেল, হরি রক্ষা করেছেন। জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ !!

বাবাজী। তাইত বাবা। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা। মারেন হরি রাখে কে, রাখেন হরি মারে কে? কৃষ্ণ হে কৃপা করো।

১ম পাঃ। তা যা বলেন বাবাজী মশায়, কেবল এই সময়েই অর্থাৎ আমাদের হরিভক্তি উথ্‌লে উঠে। ঝড় তুফানে নাওয়ের পাকে পাকে, বুঝ্‌লেন কিনা, রাজা মশাইয়ের বাড়ী অন্নপ্রাশন থেকে অর্থাৎ যা কিছু সদ্ব্যবহার করেছি সবই অর্থাৎ একেবারে জলসই হ'য়ে অর্থাৎ আমাকে ফতুড়্ করেছিল আর কি। কাজেই অর্থাৎ হরি হরি না করে আর করি কি? চাপ্ পড়্‌লে অর্থাৎ বাপ না বলে আর উপায় কি বলুন? সকল সময়ে অর্থাৎ এই ভাবটি থাকে তবে ত হয়। অন্য সময় ত কই হরিকে এমন করে অর্থাৎ মন প্রাণ দিয়ে ডাকা হয় না।

বাবাজী। ঠিক বলেছ বাবা। তাইত বলেছেন, "দুঃখ্‌মে যো হরি ভজে দুঃখ্ উস্কো না রোই। ঔর সুখ্‌মে যো হরি ভজে দুঃখ কাঁহাসে হোই॥" দুঃখে পড়ে হরিকে ডাকলে তিনি দুঃখ দূর করেন। আর সুখেও যে হরিকে ভোলে না, তারত দুঃখ কখনই হয় না বাবা। তিনি এমন দয়াময়, আর আমরা এমনই

অকৃতজ্ঞ বলেইত কুন্তিদেবী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছে চিরবিপদের বর প্রার্থনা করেছিলেন। বিপদ যদি পদে পদেই হয় তা হ'লে আমাদের এই ভুলো মনও আর তাঁকে ভুলে থাকতে পারে না। তাই ভক্তের কাছে বিপদই সম্পদ, সম্পদই বিপদ। আর হরি—এমনি দয়াল যে ডাকলে তিনি আর থাকতে পারেন না, ছুটে এসে দুঃখ দূর করেন। কৃষ্ণ হে কৃপা করো।

(দূরে তরঙ্গ মধ্যে পাথর অমিতবিক্রমে সন্তরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে)।

২য় পাঃ। (দূরে দেখাইয়া) রাজা মশাই! দেখুন দেখুন, ওটা কি? একজন মানুষ বোধ হচ্চে না?

রাজা। (দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইত একজন মানুষই ত? নৌকাডুবি হোলো নাকি? (মাঝির প্রতি) মাঝি! মাঝি! দেখ দেখ, বেয়ে চল, জোরে বেয়ে চল, ছাখ ছাখ যদি বাঁচাতে পার।

বাবাজী। হরি হে দয়া কর! চলো বাবা, চলো চলো, একটু জোরে বেয়ে চলো।

ক-মাঝি। এজ্ঞে, মানুষই ত বটে কত্তা, মানুষই ত বটে। (দাঁড়িদের প্রতি) আরে চল্ রে চল্, তেড়ে বেয়ে চল্, মানুষডারে তুল্তি হবে, চল্। (লক্ষ্য করিয়া) লাও ডোবে লি কত্তা, এই দুয্যুগে সাঁতরে পাড়ি দিচ্চে কত্তা। ভ্যালা মেরে বাপ্‌রে! চল্ তেড়ে বেয়ে, চল্ তেড়ে বেয়ে। সাবাস্ জোয়ান্! সাবাস্ ভাই! বাপের ব্যাট্টা বটে! মায়ের দুধ খেয়েছিলি বটে বাপ!

ত্যাহেন্ ত্যাহেন্ রাজা মশাই সাঁতরাচ্ছে ত্যাহেন্! সাব্বাস্ জোয়ান্! সাব্বাস্ ভাই! অ্যাই অ্যালাম্! অ্যাই অ্যালাম্! আইছি, আইছি, আর দেরি লেই। (নিজে দাঁড় লইয়া জোরে টানিতে লাগিল) (তরণী পাথরের নিকটবর্ত্তী হইল ;—নেপথ্যে ধ্বনি,—'হরিবোল হরিবোল'—সন্তরণের তালে তালে পাথর নাম করিতেছে)

বাবাজী। হরিবোল, হরিবোল, নাম বলে বলী ওই ভক্ত মহাজন। (সাশ্রুনয়নে) দেখ বাবা, দয়াময় হরির দয়া প্রত্যক্ষ কর, হরিনামের মহিমা দেখ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

রাজা। আহা! কেবা ওই হরিপ্রিয়জন?

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে অম্বুদেরি প্রায়,
ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর,
হরিনাম গর্জ্জয়ে সঘনে!
ভীমকায় ভীমরঙ্গে উন্মাদ তরঙ্গে,
ভীম পরাক্রমে যুঝি বারে' বারেবার।
মরি মরি, অপরূপ হেরি,
নাবিকবেষ্টিত যোরা তরী' পরে ডরি,
হরিনাম বলে ভক্ত জিনে জলে অরি!
নাহি মানে প্রভঞ্জন,
নাহি গণে তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,—
হরিনাম করেছে সম্বল, ভয় ভয়ে গেছে পলাইয়ে!
যেই নামবলে ভবসাগর গোষ্পদ,

সেই নাম যাহার আশ্রয়,
পদ্মার তরঙ্গ তাহে কি ভয় দেখায়
তরে যায় অনায়াসে।
ধন্য ভক্ত হরিপ্রিয়জন,
হরিনাম সর্ব্বশক্তিমান্,
ধন্য মোরা হেরি' এই ভক্ত মহাজন !

সকলে। (সমস্বরে) জয় দয়াময় ! জয় হরিভক্তের জয় ! জয় জয় হরিনামের জয় ! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(অদূরে পাথরকে দেখিয়া সকলে মিলিয়া হাতাহাতি করিয়া তুলিয়া)

রাজা। এস এস বৈষ্ণবপ্রধান,
হরিনাম বলে বলীয়ান্,
কৃপা করি মো সবারে শিখাইলে আজি
সত্য হরি বিপদে কাণ্ডারী,
জীবে প্রেম করেন শ্রীহরি,
হরিনাম করিলে আশ্রয়
ভক্তিবলে ভক্ত করে অসাধ্য সাধন।

(সকলে মিলিয়া পাথরকে তুলিয়া নৌকায় শায়িত করণ ;—
বাবাজী ও আর আর সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন)

(আমার) দয়াল হরির দয়া দেখ দেখ রে নয়ন।
হরি নামের কি মহিমা বোঝরে অবোধ মন ॥
(ওরে) ভক্ত লাগি' কিনা করেন্ ভক্তবৎসল নারায়ণ।

অচল ধরে, গরল জারে, পাষাণে দেন্ শ্রীচরণ ॥
অনলে অনিলে তারে, বারে অরির প্রহরণ।
(আবার) অকুলে কাণ্ডারী হ'য়ে করেন্ কৃপা বিতরণ ॥
হরি বল হরি বল বলরে অবোধ মন।
বল্‌লে হরি, যাবি তরি, পাবি হরির শ্রীচরণ ॥

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীচৈ। শ্রীপাদ! আমার মন যেন আজ পাহাড়িয়া হোয়ে গেছে। সেই যে পরশুরামকুণ্ডে যেতে আসামী পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেম, কেবলই সেই পাহাড়ী দেশের কথাই মনে হচ্চে। সেই সব দৃশ্য, সেই সব পাহাড়ী লোকের কথা স্মরণ হচ্চে। কি সরল তাদের মন, আর কি বীভৎস তাদের আচরণ! আহা শ্রীপাদ! তারা যে বড় অজ্ঞান, বড় কাঙাল, বড় সরল বিশ্বাসী, হরিনামে যে তাদেরই বড় প্রয়োজন, নইলে তাদের গতি কি হবে?

শ্রীনি। তবে আর ভাবনা নেই। তাদের গতি ত হয়েই গেছে। তোমার যখন তাদের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে, আবার

স্মরণও হয়েছে, তখন তারা হরিনামও পেয়েছে, আর গতিও তাদের হয়ে গিয়েছে।

শ্রীচৈ। এসেছে শ্রীপাদ এসেছে। তাদের একজন নীলাচলেই এসে পড়েছে। আহা! বড় কষ্ট পেয়েছে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পদ্মার দুরন্ত তরঙ্গমাঝে কত কষ্টই হয়েছে, তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যত আঘাত পেয়েছে, সে সব আঘাত আমার বুকে বেজে রয়েছে। আহা! তবু হরিনাম ছাড়েনি, হরিনামের বলে বলীয়ান্ হয়ে অনায়াসে পদ্মাপার হয়েছে। যাও শ্রীপাদ, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুমি গিয়ে মহামন্ত্রদানে ঐ জীবটীকে উদ্ধার করো, আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়িয়া কুলের গতি বিধানের উপায় করো।

শ্রীনি। আহা! কে সে ভাগ্যবান যার জন্য স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ আজ এতটা বিচলিত হয়ে উঠেছেন! কোথায় সে? আমায় কি করতে হবে আদেশ করো।

শ্রীচৈ। (দূরে হরিনামবিহ্বল পাথরকে দেখাইয়া) ঐ দেখ শ্রীপাদ, ঐ সেই হরিনামোন্মত্ত ভক্তবীর হরিনাম রসপানে বিভোর হয়ে আছে।

শ্রীনি। হরিবোল হরিবোল (ছুটিয়া আলিঙ্গন করিতে গমনোদ্যত)।

শ্রীচৈ। (নিবারণ করিয়া) থাক্, এখন নয় শ্রীপাদ, আরও কিছু বিলম্ব আছে। আগামী রথযাত্রার দিনে ওঁর দীক্ষার দিন। সেই দিনে কাঙালকে তোমায় মহামন্ত্রদানে নবজীবন দান

কর্ত্তে হবে। তুমি কৃপা কর্‌লে তবে আমার বুকের পাথর নাব্‌বে, আমি সুস্থির হতে পার্‌ব।

শ্রীনি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল এখনি তোমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে হরিনামের ফল হাতে হাতে দিয়ে দিই। কিন্তু তা ত হবার নয়, স্বতন্ত্র পুরুষের যা ইচ্ছা তাইত হবে। তবে তাই হোক্। হরিবোল! হরিবোল!!

উভয়ে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(হাতে হাতে ধরিয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)

।

পুরী-স্বর্গদ্বার।

রাজপথ।

রাজা। মহাপুরুষ যে বসে' রইলেন তাঁকে ডেকে সঙ্গে নিলে হোত না?

বাবাজী। না, রাজা মশাই, উনি সমুদ্রতীরে বসে হরিনাম রসপানে বিভোর হয়ে আছেন। ওঁর যোগভঙ্গ করে' রসভঙ্গ করে কাজ নেই। চলুন, আমরা একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করে আসি।

রাজা। চলুন্। তবে আমরাই যাই চলুন্। কিছু হরিকথা প্রসঙ্গ করুন, হরি কথা কইতে কইতেই শ্রীহরিদর্শনে যাত্রা করি।

২য় পাঃ। আচ্ছা, বাবাজী মশাই, আপনি যে সেদিন নৌকায় বল্‌ছিলেন যে শ্রীহরি দয়াময়, দুঃখে পড়ে' তাঁকে ডাক্‌লেই তিনি দয়া করে' উদ্ধার করেন আর জীবকে দুঃখ পেতে হয় না, তা' তিনি যদি এমন দয়াময়, তবে দয়াময়ের সংসারে এত দুঃখ কেন? এ অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করাই বা কেন তা ত বুঝ্‌তে পারি না।

বাবাজী। তাতে কি দোষ হয়েছে বাবা? সুখ দুঃখ এ দুটি না থাক্‌লে জগৎলীলা চল্‌বে কেমন করে?

৩য় পাঃ। তা ত বুঝ্‌লুম্। তাঁর ত লীলা, কিন্তু তাঁর লীলার চোটে আমাদের যে প্রাণান্ত, তার কি বলুন্ ত? আমাদের এত দুঃখ দিয়ে যদি তাঁর লীলা, তাঁর আনন্দ হয়, তবে তিনি আর যাই হউন, তাকে দয়াময় বোল্‌বো কেমন করে?

বাবাজী। কেন বল্‌বে না বাবা? দুঃখ এলে তাঁকে ডাক্‌লেই ত আর দুঃখের অনুভব হয় না, প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। সবাই যদি এই কথাটি বোঝে তা হলে থাক্ না কেন দুঃখ, দুঃখ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত নির্ব্বিষ হয়ে যায়, বিষের জ্বালা আর সইতে হয় না, দুঃখও হরিস্মরণের আনন্দ-প্লাবনে কোথায় ভেসে চলে যায়। তিনি ত দয়া করে তাঁর নাম আমাদের দিয়েছেন, তাঁর নাম করলে তাঁকে জানালে ত আর দুঃখ থাকে না। তবে তাঁকে দয়াময় বল্‌বে না কেন বাবা? তিনি অশেষ-করুণাময়, করুণাসাগর, তাঁর করুণার অন্ত নেই। কৃষ্ণ হে কৃপা করো দীনদয়াময়!

রাজা। তাঁকে ডাক্‌লে ত দুঃখ থাকে না, সে মনটি হয় কই বাবাজী মশায় ? আমরা বিষয়ের দাস, মায়ার কীট হয়েই রইলুম, কই তাঁকে ডাকার মত ডাকতে পাল্লুম কই !

১ম পাঃ। তাইত বল্‌ছি বাবাজী মশায়, তিনি যদি এত দয়াময় তবে অর্থাৎ দয়া করে' মনটি অর্থাৎ ছানাবড়ার থালায় না চুবিয়ে অর্থাৎ তাঁর দিকে টেনে রাখ্‌লেই ত পারেন। সর্ব্ব-শক্তিমান্ তিনি অর্থাৎ ইচ্ছা করলে কিনা কর্ত্তে পারেন, দয়াময় দুঃখ একেবারে দূর করবার জন্যে এইটুকু করলেই ত অর্থাৎ আমরা রেহাই পাই।

৩য় পাঃ। আর তাঁকে ডাক্‌লেই যে তিনি দুঃখ দূর করবেন, আর না ডাক্‌লে করবেন না, এই বা কেন ? দুঃখ দেখ্‌লেই ত দয়া আপনা হতেই উথ্‌লে ওঠে, না ডাক্‌তে পারলে কি আর দয়াময়ের দয়া হতে নেই ?

বাবাজী। বেশ কথা, তবে শোন বাবা, জগৎলীলার খেলাটা একবার বুঝে দেখ্‌বার চেষ্টা করো। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁর অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, আর জীবশক্তি। এই তিন শক্তি দ্বারা প্রধানতঃ তিনি এই জগতলীলাচক্র পরিচালিত করছেন। চিৎশক্তিদ্বারে তিনি সকলকে স্বপদান্তিকে আকর্ষণ কচ্ছেন, মায়াশক্তিদ্বারে স্বরূপ ভুলিয়ে চিত্তকে বহির্ম্মুখী কচ্ছেন, আর জীবশক্তি তটস্থা শক্তি, ওই দুই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কেউ বা কৃষ্ণের দিকে আর কেউ বা মায়ার দিকে ঢলে পড়্‌ছে। এই খেলা ;—এই খেলা তিনি

নিরন্তর খেল্‌ছেন,—তাই কেউ বা বিষয়ী, কেউ বা বিরাগী, কেউ বা অনুরাগী হ'য়ে তাঁর লীলার সহায়তা করছে। তিনি জীবকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে রেখেছেন,—পুরুষকারের শক্তি দিয়েছেন, তারা ইচ্ছা কর্‌লে বিষয়ে আসক্ত হয়ে সংসারপথে বিচরণ কর্ত্তে পারে, আবার ইচ্ছা কর্‌লেই সাধন ভজন করে' শ্রীভগবান্‌কে লাভ করে জীবন কৃতার্থ কর্ত্তে পারে। তিনি জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের দিকেও টানেন না, মায়াকূপেও ফেলেন না, কিন্তু জীব যেমন ইচ্ছা করে তদনুসারে বিষয়ভোগও দান করেন আবার স্বপদমকরন্দও বিতরণ করেন। জীব না চাইতে, না ডাক্‌তে, তিনি যদি জোর করে নিজের দিকে টানেন, তাহলে যে সংসার-লীলা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বাবা, ভোগে অরুচি হয়ে তাঁর দিকে মন ঝুক্‌লেই যখন তিনি টেনে নিচ্ছেন তখন সংসার থাক্‌তেই বা আপত্তি কি? যার যেমন ইচ্ছা তার তেমনই প্রাপ্তি হয়। তাঁকে চাইতে মন করলেই চাইতে পারো, চাইলেই তাঁকে পাবে বাবা, প্রাণ খুলে তাঁকে ডাকো, দয়াময় এসে কোলে করে নেবেন, তাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নেই।

রাজা। সুন্দর মীমাংসা! মায়াও আছে, আবার তাঁর দয়াও আছে, দুই ধারাই পাশাপাশি চলেছে, যার যে ধারায় খুসি সে সেই ধারায় অবগাহন কচ্ছে, এই লীলাময়ের লীলা! চমৎকার সিদ্ধান্ত! বাবাজী মশায় আপনার শ্রীমুখে এ কথা শুনে আমাদের মনের গোল মিটে গেল।

১ম পাঃ। কিন্তু বাবাজি মশায়, আমরা যে অর্থাৎ মায়ার

প্রলোভনে ভুলেই আছি অর্থাৎ কাঁচা গোল্লাটা একেবারেই ভুল্‌তে পারি না, তার কি বলুন। অর্থাৎ তাহ্‌লে আমাদের উপায় কি বলুন।

বাবাজী। কেন বাবা, ঐ যে তাঁর চিচ্ছক্তি মূর্ত্তি ধারণ করে হস্ত প্রসারণ করে তোমাদের আহ্বান কচ্ছেন। শাস্ত্র, গুরু, সাধু, ভক্ত, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, দ্রবব্রহ্ম পতিতপাবনী সুরধুনী, আর নীলাচলে এই দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, ঐ যে তোমাদের আহ্বান কর্চ্ছেন মায়ার হাত ছাড়িয়ে তাঁর শ্রীচরণ লাভ করবার জন্যে। চল, এগিয়ে চল, এঁদের আশ্রয় গ্রহণ করো, আর দুহাত তুলে হরিবোল বলে' লীলাময়ের আনন্দ-লীলানিকেতনে চলে যাও। ভাবনা কি বাবা?

সকলে। তবে আর ভাবনা কি? কি আনন্দ! কি আনন্দ! জয় লীলাময়ের জয়! জয় নীলাচলচন্দ্রের জয়! জয় জগন্নাথ! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চতুর্থ দৃশ্য।

গারো পাহাড়। ঝরণা-তটে।

জয়ন্তী ও বিজ্‌লী।

বি। আরে জেন্তী, তোর হরি দেখ্‌তে কেমন্ আছে রে?

জ। ও ত হামি কুচ্ছ না জান্‌ল রে কাকী। জেঠ্‌ঠা বলিয়েছে হরিনাম ত লিচ্ছে, তুলসীভি পূঁজে, ত ও হরিকে ত

হামি দেখ্‌ছে না রে কাকী। আঁখি মুদিয়ে হরিনাম কর্‌বে ত জেঠ্‌ঠাকে দেখ্‌বে। হাঁ, তোকে যেমন দেখ্‌ছিরে কাকী এমন্‌ দেখ্‌বে, উন্‌কো সাথ্‌ বাত্‌ভি বোল্‌বে, বাত্‌ভি শুন্‌বে, আর মন্‌টা ত খুস্‌ হোয়ে যাবে। এমন্‌টী ত হোচ্ছে, লেকেন্‌ হোরিকে ত হামি নাহি দেখ্‌ল রে কাকী।—(অন্যমনস্কভাবে) আরে আরে ঐ দেখ্‌ কাকী, জেঠ্‌ঠা আস্‌ছে রে কাকী জেঠ্‌ঠা আস্‌ছে, জেঠ্‌ঠা ঘর্‌কে ফিরিয়ে আস্‌ছে, জেঠ্‌ঠা এখন্‌ কেমন সুন্দর হোইয়েছে রে কাকী, জেঠ্‌ঠা আর হামাদের মত না আছে, জেঠ্‌ঠা দেওতা হোইয়েছে, হাঁ।

বি। আরে তুইত হরিনাম কর্‌লি আর জেঠ্‌ঠাকে দেখিয়ে নিলি। আর হামি তোর হরিকে দেখিয়ে নিল। হামি ত হরিকে দেখ্‌লরে জেন্তী, হামি তোর হরিকে দেখিয়েছে, ও বড়া খাপ্‌সুরত্‌ আচ্ছে, হরি বড়া খাপ্‌সুরত্‌ আচ্ছে।

জ। আরে কি! তুই হোরিকে দেখিয়েছিস্‌! কেম্‌তে দেখ্‌লিরে কাকী? কেম্‌তে দেখ্‌লি তুই?

বি। কাল রাত্‌ভর্‌ হামি ত একেলা শুইল। সর্দ্দারকে ভারি বেমারি তোর কাক্কাতো উঁহাই রহিয়ে গেল ঘর্‌কে এল না, হামি একেলাই ঘুম কর্‌লো ত ভারী রাত্‌মে স্বপন দেখ্‌ল। দেখ্‌ল কি যে এক দেওতা আইল,—ও বোড্ডো সুন্দর আছেরে জেন্তী, বোড্ডো সুন্দর আছে, ওমন্‌ রঙটি হামি কভি না দেখ্‌ল এমন সুন্দর আছে, আর সাদীর দিনে বর যেমন্‌ সাজ্‌বে ওভি তেমন্‌ সাজিয়েছে, ঝাক্‌ড়া চুলে লাল ফুলভি গুঁজিয়েছে, আওর

ফুলের মালাভি পেনিয়েছে। ত ও ত এল, ঘরুমে মরদ্ এল ত হামার ব্বোড্ডো লাজ লাগ্‌ল, ত ও কোতো কি বোল্‌ল, তুই ছেলিয়া মানুষ তোকে কি বোল্‌বে, ও ত হামার সাথে ভাব করিয়ে হামার মন্‌টা ছিনিয়ে নিল। কোতো কি কোর্‌লো, তোবে চোলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেল, আর ত ওকে দেখ্‌ল না রে জেন্তী, ত হামার দিল্‌টা বোড্ডো খারাব্ হোয়ে গেল। ওই তোর হরি আছে রে জেন্তী, ওই তোর হরি আছে, হামিভি হেথাকে রোবে না। উওর কাছে চোলিয়ে যাবে।

জ। আরে কি বল্‌ছিস্ কাকী! হরি তোর কাছে আইল, কথাভি কোইল, খেল্‌ভি কর্‌ল, তুই দেখিয়ে নিলি? তুই হরিনাম বল্‌ছিস্ না, হরি তোর কাছে কেনে আস্‌বে রে?

বি। তোকে কে বোল্‌ল হামি হরিনাম করে না? হামি তোদের ঘরের বউ আছি, হামি কি তুহার মত শুনায়ে শুনায়ে হরিনাম্ কর্‌বে? হামি মনে মনে হরিকে ডাকে, ত হরি হামাকে দেখা দিল। হরি বড় আচ্ছা আছে, হামার মন্‌টা ছিনিয়ে লিয়ে চোলিয়ে গেছে, হামি উওকে না পাইবে ত পাগল হোয়ে যাবে।

জ। কাকী, তুই কুচ্ছু ভাবিস্ না, হরি দেখা দিয়েছে ত আবার ভি দেখা দিবে। তুই হর্‌দম্ হরিকে নাম লিবি, হাঁ?

বি। আরে নাম ত লিবেই রে। নাম না লিবে ত বাঁচ্‌বে কেম্‌নে? হরি দেখা দিল ত হামার জান্‌টা ছিনিয়ে

লিয়ে পালিয়ে গেলো, উনকা নাম লিবে ত জিউ কুচ্ছু ঠাণ্ডা রোবে, নেইত হামি বাউরী হোয়ে মরিয়ে যাবে।

জ। তোবে আয় কাক্কী, হাম্‌রা একসাথ্‌ হোরিকে নাম লিয়ে নাচ্‌ কোর্‌বে আর গান কোর্‌বে। কেমন হঁা ?

বি। আচ্ছা, বেশ, বোল্‌ তোর হরির নাম বোল্‌।

জ। হরি হরি বোল্‌ না কাকী হরি বোল্‌ না তুই।
বি। ঝাঁক্‌ড়া চুলে হরি হোবে ত পতি হামারি সোই॥
জ। কাক্কা গোসা হোবে গো কাকী ওমন্‌ বলিস্‌ নাই।
বি। রঙীন্‌ ফুলের চূড়াটা কেমন্‌ আই গো আই গো মাই॥
জ। হরি বোল্‌বি খুস্‌ রবি গো হর্‌দম্‌ বোল্‌বি মাই।
বি। মালা ছুঁয়ায়ে গুণা করে সে বড়া গুনীন্‌ হোই॥
জ। আপন মনে বোল্‌বি হরি চল্‌বি হরি গাই'।
বি। লাচ্‌ করে গো লাল হরি তোর হামার মন ভুলাই'॥
জ। আয় গো কাকী হরি বোলিয়ে লাচ্‌বো মোরা ভাই।
বি। হরি ভাতিজা মেরে কলিজা আঁখিকে রোশ্‌নাই॥

[উভয়ে নাচিতে ২ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বড় ডাণ্ডা।

(সুন্দরাচলে যাইবার প্রশস্ত রাজপথ।)

১ম যা। এমন পর্ব্ব কি আর আছে হে! কাশীর বিশ্বনাথ আর পুরীর জগন্নাথ, মুক্তিলাভের প্রশস্ত রাজপথ খুলে দিয়েছেন। কাশীতে মলেই মুক্তি, একবার যোসো করে মর্ত্তে পাল্লেই হোলো। আর এখানে আরো সোজা, যোগেযাগে কোনোগতিকে, বুঝ্‌লে কি না, রথের ওপর একবার জগন্নাথদর্শন। ব্যস্। আর মুক্তি যায় কোথা? শাস্ত্রেই রয়েছে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—একেবারে সজ্ঞানে সশরীরে মুক্তিলাভ! বুদ্ধি থাক্‌লে, বুঝলে কিনা, ওর নাম কি ও মুক্তি টুক্তি সবই ফাঁকি দিয়ে বাগিয়ে নেওয়া যায়।

২য় যা। না হে না, অত সোজা নয়। শাস্ত্রবাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝে বগল বাজালেই হোলো আর কি। উপনিষদে ও বচনের গভীর অর্থ আছে। রথ কি জানো? এই দেহই হচ্চে রথ, আর রথী হলেন আত্মা, যিনি দেহী এই দেহরথে রথী হয়ে বিরাজ কচ্ছেন। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব হি। ইন্দ্রিয়ানি হয়ান্যাহুঃ মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥" আত্মা হলেন রথী, শরীর হোলো রথ, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, আর মনই হল গিয়ে রজ্জু যার দ্বারা অশ্বগুলিকে আবদ্ধ আকৃষ্ট করে রথ চালান হচ্চে। এরই নাম রথযাত্রা। প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই এই রথযাত্রা হোচ্চে,

জ্ঞানীরা বুঝ্তে পারেন, আর তোমার মত অজ্ঞানীরা না বুঝে গোলমাল করে। আর ঐ যে বল্লে 'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে,' তার মানে কি জানো? এই দেহরথে হৃদয়কন্দরে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরম পুরুষ আছেন সাধনভজনপরিপাকের দ্বারা মায়ামোহতমঃ দূর করে তাঁকে দর্শন কল্লে আর পুনর্জন্ম হবে না। নইলে, 'বামনং' শব্দের সার্থকতাই থাকে না। আর সর্ব্বজ্ঞ মুনি-ঋষিদের সাধন-চতুষ্টয়াদি কঠোর সাধনার উপদেশও ব্যর্থ হয়ে যায়। তা কি কখন হতে পারে? এখন বুঝ্লে ব্যাপারখানা?

৩য় যা। অতশত বুঝি না মশাই। তবে শুনেছি ত কলিতে দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে শ্রীভগবান বিরাজ কচ্চেন। তবে জগন্নাথ-দর্শন কল্লেই ত ভগবদ্দর্শন। আর কঠোর সাধন টাধন কলিতে ত কিছু নেই। ও হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে ধূমপান করে হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করা, তপস্যা কর্‌তে কর্‌তে উইয়ের ঢিপিতে পরিণত হওয়া, কলিজীবের সে পরমায়ুই বা কোথায়, আর সে শক্তিই বা কোথায়? "হরের্নামৈব কেবলম্," "হরের্নামৈব কেবলম্" কলিতে হরিনামই সাধন আবার সাধন কি? প্রাণ খুলে হরি বল্‌ব, রথের ওপর শ্রীভগবান্ দর্শন কর্‌ব, আর আনন্দে দু'হাত তুলে নাচ্‌ব। আমার অত বুঝ্‌সুঝ্ নেই মশাই, আর অত বোঝাবুঝির বোঝা বয়ে মর্‌বার দরকারই বা কি? (৪র্থ যা'র প্রতি) পহণ্ডীবিজয়ের আব কত দেরী মশাই? সময় হয়েছে না?

৪র্থ যা। ঐ সাড়া পড়ে গিয়েছে, এইবার হবে বোধ হয়।

(জনৈক ফুলওয়ালার প্রবেশ)

পদ্ম আঁখি পদ্ম পাণি পদ্মপাদ হরি।
পদ্মবনে বসতি তাঁর পদ্মালয়া নারী॥
পদ্ম দিয়ে পাদপদ্ম পূজ নরনারী।
পদ্ম পূজায় বড় প্রীত পদ্মনাভ হরি॥
চাই পদ্ম—পদ্ম ফুল—পদ্ম—পদ্ম।

৩য় যা। দাও দাও, আমায় দাও, কত দাম বল আমি দিচ্চি।
(পদ্ম গ্রহণ)

১ম যা। মিছে বাজে খরচ কেন বাবা? দর্শনেই মুক্তি হোলো ত হোলো, ন্যাটা চুকেই গেল, ফুলটুলের দরকারই নেই। আর যদি তা নাই হয়, তা'হ'লে ফুল কিনে আর কেন লোক্‌সানের ওপর লোক্‌সান্ করি। কি বল ভায়া?

২য় যা। হ্যাঁ, শাস্ত্রে আছে বটে "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" তা সে প্রযতাত্মা হ'লে ভক্তির সহিত দিলে তবে ত তিনি গ্রহণ কর্ব্বেন? সে কি অম্‌নি মুখের কথা? হ'লেই হ'ল? আগে সেই ভক্তি হোক, যখন ফুল দিলে তিনি হাত পেতে নেবেন, তখন ফুল দিয়ে পূজো কর্ব্বো। নইলে শুধু শুধু ফুল দিলে তিনি নেবেন কেন?—মানসপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, বাহ্যিক ফুলচন্দন দিয়ে পূজা ওসব নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে।

৪থ যা। সে কি কথা মশাই? শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্, তাঁর সেবা কর্ত্তে হবে বৈকি, ফুলচন্দন চাই বৈকি, নইলে কি

সেবা হয় ? (ফুলওয়ালার প্রতি) আমাকেও দাও গো, চলে যেও না। এই পয়সা বার করিচি দাও। (পদ্ম ক্রয় করণ)

চাই পদ্ম—পদ্ম চাই—পদ্ম—(ফুলওয়ালার প্রস্থান)

(ব্যস্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে সদলে সুসঙ্গরাজের প্রবেশ)

রাজা। তাইত, মহাপুরুষ কোথায় গেলেন ? ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হলেন আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কেই বা সন্ধান বলে দেবে ?

৪র্থ যা। কি হয়েছে মশাই, কাকে খুঁজ্‌ছেন ?

রাজা। আজ্ঞে, তাঁর পরিচয় ত আমরাই জানি না, কেমন করে বল্‌ব ? নৌকায় কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন, এখন আর দেখতে পাচ্ছিনে। ভাব্‌ছি ভিড়ে তাঁর কোনো কষ্ট না হয়।

বাবাজী। কেন বাবা মিছে ভাবনা কর্‌ছ ? নদীবক্ষে ঝঞ্ঝাবাতে পদ্মার তরঙ্গের মাঝে কে তাঁকে রক্ষা করেছিলো স্মরণ করো। দয়াময় হরি তাঁর আশ্রিতজনকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন, তিনিই রক্ষা করবেন। তিনি ইচ্ছা করেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে বড় সুন্দর উদ্দীপন হয়।

সকলে। সে কি রকম বাবা ? উদ্দীপন কি রকম ?

বাবাজী। তাঁকে পূর্ব্ব হতেই জানি। তিনি সরল বিশ্বাসী, হরিনামে তন্ময় হয়ে মুক্তাত্মা হয়ে গেছেন। তাঁর ওপর শ্রীনামের কৃপা হয়েছে। শ্রীনামের কৃপা হ'লে ভক্ত না চাইলেও ব্রহ্মভাব আপনিই জেগে ওঠে। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে হারিয়ে গেলে সহজেই 'আমি' হারিয়ে যায়, নামব্রহ্মভাবের

উদয় হয়। সেই নামব্রহ্মে স্থিত হ'লে ভগবদ্ধামের আবির্ভাব হয়, ভগবদ্দর্শন হয়, দর্শন হ'লে 'তাঁর আমি'—ব্রহ্মময় আমি, চিন্ময় আমি—বিশুদ্ধ 'দাস আমি'র বিকাশ হয়, নিত্য কৃষ্ণদাস নিত্যলীলায় নিত্য কৃষ্ণের সেবা করে' চরিতার্থ হয়।

৩য় যা। (২য় যা'র প্রতি) শুনুন্ মশাই, শুন্‌চেন ? হরিনাম কল্লে কি হয় একবার এর কাছে শুনুন্। আমরা ত কিছু জানিনে, এঁরা জানেন, এঁদের কাছে শুনুন্।

বাবাজী! আমিও কিছুই জানিনে বাবা। তবে হাব্‌লা গোব্‌লা মানুষ, যা মুখে আসে আবল্ তাবল্ বকে যাই। আমার কথার মাথা মুণ্ডু নেই।

২য় যা। না, না, সে কি কথা ? আপনি দেখ্‌ছি অনুভবী ভক্ত। আপনার কথা শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে। আমরা বৃথাই শাস্ত্রচর্চ্চা করি,—"ভারবাহী গর্দ্দভঃ," ভারই বই, ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে পারি না। আজ বুঝ্‌লেম্ "যস্ত ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ"—অনুষ্ঠান না কল্লে, অনুভব না হ'লে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোঝা যায় না।

বাবাজী। (যোড়হস্তে) হরে কৃষ্ণ! বাবা আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আমি মহামূর্খ, আপনাদের শ্রীচরণের দাস। যদি অজ্ঞানে কিছু বাচালতা করে থাকি, নিজগুণে মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

২য় যা। আপনি সারতত্ত্বই উপদেশ করেছেন। আপনার কথা শুনে আমার পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ হোলো, আমার শিক্ষা হয়ে গেল।

বাবাজী। ও কথা বলে আর অপরাধী কর্ব্বেন না। আমার কিছু নেই বাবা, আমি নিতান্তই কাঙাল। আপনাদের সঙ্গপ্রভাবে কি বল্‌তে কি বলেছি জানিনা। আমি কিছুই বুঝি না বাবা। আপনারা আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম)

রাজা। সুন্দর! এই দৈন্যই বৈষ্ণবের ভূষণ। হে বৈষ্ণব! আপনার শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। (দণ্ডবৎ প্রণাম)

বাবাজী। রাধা মাধব! (ব্যস্ত হইয়া প্রতিপ্রণাম) আপনারা আমায় দাস জ্ঞানে কৃপা করুন।

(নেপথ্যে) কলা নেবে গো—চাঁপা কলা—চাটিম কলা—ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না—কলা—কলা—

১ম যা। ঐ কলা বেচ্‌ছে। রথ দেখ্‌তে এসে কলা বেচা, নিদেন পক্ষে কলা কেনাটা চাইই চাই। নইলে আর রথ দেখা কি হোলো? দাঁড়ান্ মশাই আপনারা, আমি আসি।

২য় যা। তা আস্‌বে বৈকি। জোড়া জোড়া কিনো। (হাসিয়া) তোমার কপালে ঐ জোড়া কলাই আছে তাই সংগ্রহ করো।

সকলে। (প্রণাম করিয়া) আসুন, আসুন।

(১ম যাত্রীর প্রস্থান)

৪র্থ যা। আচ্ছা বাবাজী মশাই, এ রথযাত্রালীলার তাৎপর্য্য কি?

২য় যা। বেশ প্রশ্ন করেছেন। স্থান কাল পাত্রোপযোগী প্রশ্ন করেছেন।

বাবাজী। আপনাদের কি মনে হয় ?

২য় যা। আমাকে দেখ্‌ছেন্‌ইত—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। শাস্ত্র আলোচনা করে করে শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে গেছি। আমার মনে হয় কি জানেন ? এসব লীলা রূপকছলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপদেশ করা হয়েছে। জগন্নাথ কি ? না, সমষ্টিচৈতন্য পরমাত্মা, বিরাট্‌ব্রহ্মাণ্ডরথে অধিষ্ঠান কর্‌ছেন। রথের টান্‌ কি ? না ব্যষ্টিচৈতন্য জীব শাস্ত্রবিচার দ্বারা মায়ামোহকল্পিত উপাধির আবর্জ্জনা দূর করে পথ পরিষ্কার করে', ধ্যান ধারণারূপ সাধনার রজ্জু দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ কচ্ছে। তিনি আকৃষ্ট হচ্ছেন,—অর্থাৎ কি না জীবের ব্যাকুলতা দেখে', তার পরমার্থচেষ্টা দেখে', তিনি কৃপা করে' তাদের কাছে প্রকাশ হচ্ছেন। শুধু জীবের চেষ্টায় ত হয় না, উপনিষদে স্পষ্টই রয়েছে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥" তিনি কৃপা করে আত্মপ্রকাশ না কল্লে শত চেষ্টা করেও কেউ তাঁকে লাভ কত্তে পারে না। তিনি কৃপা করে' ধরা দিলে তবে জীব তাঁকে ধরতে পারে। কেমন এই নাকি ? আপনি কি বলেন ?

বাবাজী। ধন্য ধন্য ! আপনি পরম ভক্ত, জ্ঞানী ভক্ত, তুঁষের মধ্যে খাসা চাল। ঐ যা বলেছেন,—কৃপা, কৃপা—সাধনায় কে কি কর্ত্তে পারে বাবা ? ভগবৎ-কৃপাই আমাদের ভরসা। কৃপাময় ! কৃপা করো ! (করযোড়ে) অকিঞ্চনের আর কেউ নেই প্রভু ! হরি হে, কৃপা করো !

৩য় যা। তা'ত হ'ল। পণ্ডিতের কথা ভাবুকে ধর্‌লেন, ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। তাতে আর আমাদের কি বলুন? আমরা ত একবর্ণও বুঝ্‌লুম্ না। ও চিড়িং চাড়াং বুঝি না, এখন সোজা কথায় আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন ত বলুন শুনি।

৪র্থ যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আপনি বলুন বাবাজী মশাই, আপনি বলুন। এই যে, অনেকে রথের সময় শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরের রথে মথুরাগমনের পদ গান করে। সে গান শুনে' ভক্তের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এ আনন্দ উৎসবের দিনে বুকভাঙ্গা দুঃখের গান কেন তা ত বুঝতে পারি না। আপনি দয়া করে যদি বুঝিয়ে দেন।

বাবাজী। বাবা! এই যে শ্রীভগবানের লীলা, এর দুই দিক আছে। বহিরঙ্গ ভাবে, শ্রীশ্রীস্নানযাত্রার পর প্রভু নিগূঢ়-বিলাসে মগ্ন থাকেন, পক্ষকাল তাঁর দর্শন মেলে না, সেজন্য ভক্তেরা ব্যথিত হ'য়ে অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন, তখন তাঁদের মনোব্যথা দূর করবার জন্যে ভক্তবৎসল প্রভু আমার ভক্তদের নিয়ে রথবিহার করেন। আহা! পরমকারুণিকের কি করুণা! অধম চণ্ডাল স্ত্রী পুরুষ ম্লেচ্ছ শূদ্র কারও মানা নেই, এদিনে সকলেই আমার দেবদুর্ল্লভ পতিতপাবনের দর্শন স্পর্শন করে ধন্য হয়ে যায়, আনন্দের লহর খেলে যায়! এই হ'ল এক ভাব। আবার মর্ম্মী ভক্ত যিনি তিনি এই লীলায় অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করেন। আমার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নিগূঢ় রসাস্বাদনের ধারা প্রবাহিত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে,

শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন অদর্শনের পর কুরুক্ষেত্র হ'তে শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌ছেন, গোপীরা আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে আগু বেড়ে গিয়ে' নেচে-গেয়ে আদর করে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আস্‌ছেন। সুদূর প্রবাসের পর তাঁর দর্শন পেয়ে' গোপীরা আনন্দে আত্মহারা পাগলপারা হ'য়ে প্রাণবঁধুকে আদর কচ্ছেন, তিরস্কার কচ্ছেন; মনের কথা প্রাণের ব্যথা জানাচ্ছেন, আর বিভোর হ'য়ে তাঁর বদনারবিন্দসুধা পান কচ্ছেন। আহা! মরি মরি! কি আনন্দ! কি আনন্দ! লীলাময়ের লীলার জয় হোক!

(প্রণাম করণ ও সকলের তদ্রূপ করণ)

৩য় যা। (অদূরে দেখিয়া) ঐ ফুলের পাখা আস্‌ছে।

বাবাজী। সকলই প্রভুর কৃপা! ওই ফুলের পাখা দিয়ে মোহনচাঁদকে বীজনীসেবা কর্ত্তে কর্ত্তে অভ্যর্থনা করা হবে কিনা, তাই ফুলের পাখাও এসেছেন। জয় নিতাই! জয় নিতাই! জয় সেবাবিগ্রহধারী নিতাইচাঁদের জয়!

(পাখাওয়ালার প্রবেশ)

দাও, ভাই, দাও, আমাদের এক একখানি পাখা দাও।

(সকলের পাখা গ্রহণ)

(নেপথ্যে) হে মণিমা! হে চকানয়ন! হে মহাপ্রভু! হে জগড়নাথ!

সকলে। (ব্যস্ত হইয়া) ঐ ঐ শুভ বিজয় আরম্ভ হয়েছে। আসুন, আসুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

শ্রীমন্দিরের সম্মুখ,—সিংহদ্বার।

(কুলীনগ্রামীগণের প্রবেশ)

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি' যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্যচন্দন সভে দেয়। চারি সম্প্রদায় করি গায়॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়। গোবিন্দ মাধব বাসু গায়॥
চল চল মিলি গিয়ে তাঁয়। কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়॥
শ্রীখণ্ডিয়া শান্তিপুরী সনে। মিলি' সাত সম্প্রদায় গণে॥
সাত সম্প্রদায় আর চৌদ্দ মাদল। হরি বলে' উচ্চরোলে হইব পাগল।
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঐ গোরা বলে হরি হরি॥
গগন ভেদিল হরিধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥

হরিবোল বলে' গোরা নেচে নেচে যায়।
আনন্দে ভকতবৃন্দ নেচে নেচে গায়॥
হরি হরি বোল বোল গৌরহরিবোল।
গৌরহরিবোল বোল হরি হরি বোল॥
হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল।
হরিবোল হরিবোল গৌরহরিবোল॥

(গাহিতে ২ প্রস্থান)

(রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র ও হরিচন্দনের প্রবেশ)

রাজা। ভট্টাচার্য্য, দেখ্‌ছেন ?

সার্ব্ব। দেখ্‌ছি বৈকি। আপনি মহাভাগ্যবান্।

রাজা। প্রভু ভগবান্ বড়ই কৃপাবান্। মিশ্রমশায়, দেখ্‌ছেন প্রভুকে,—দেখ্‌ছেন্ ? আহা ! এতদিন অচল জগন্নাথ দেখে দেখে পাষাণ প্রাণে ভয়ে ভক্তিই করে এসেছি। প্রভু আমার সচল জগন্নাথ তা'ত এতদিন জানিনি। দেখুন দেখুন, যিনি রথে তিনিই পথে, যিনি রথ আলো করে' বসে' আছেন তিনিই আবার পথ আলো করে নৃত্য করে' চলেছেন। অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব দর্শন ! জয় জয় মহাপ্রভু !

কাশী। আপনার উপর প্রভুর অপার কৃপা। আর আপনি ভাবনা করবেন না। প্রভুর কৃপা না হ'লে কি এ অনুভব হয় ?

রাজা। বলুন বলুন, আপনারা বলুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে জীবন সার্থক কত্তে পারি।

সার্ব্ব। কিছু ভাব্‌বেন না মহারাজ। আজ তাঁর কৃপাদৃষ্টি আমি লক্ষ্য করেছি। আপনি পাণ্ডুবিজয়ের সময় স্বর্ণসম্মার্জ্জনী দিয়ে পথ-মার্জ্জনা কচ্ছিলেন, সেই সময় প্রভু আপনার উপর কৃপাদৃষ্টি করেছেন। সেই দৃষ্টিপাতের মহাফল এখন প্রত্যক্ষ করছেন। আপনাকে প্রভু কৃপা করেছেন, আর আপনার ভয় নেই।

রাজা। আবার দেখুন, লীলাময়ের লীলা দেখুন, খঞ্জন--গতিতে নৃত্য করে করে এক সম্প্রদায় হতে অন্য সম্প্রদায়ে যাচ্ছেন। দেখুন দেখুন, ভাল করে দেখুন,—অহো লীলাময়! অহো করুণা! অহো ভকতবৎসল! অহো ভকতজনকৃপাকারিন্! কৃপাময় সর্ব্বভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্যে এককালেই সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করছেন!

সার্ব্ব। অহহ! শ্রী বৈষ্ণব ঘটামেঘে হইল বাদর।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্ত্তনধ্বনি,
মধ্যে নাচে বিদ্যুৎবরণ ন্যাসিমণি।

রাজা। সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥
মরি কিবা শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে জানে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমারে দয়ায়॥

কাশী। দেখুন, আবার রঙ্গ দেখুন, সাত সম্প্রদায় মিলিয়ে এক করছেন। এবার বিরাটসংকীর্ত্তন হবে, প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করবেন।

সার্ব্ব। বেছে বেছে মনের মত গায়নদের নিয়ে কৃষ্ণগুণগান কর্ত্তে বলছেন। ঐ দেখ স্বরূপের সঙ্গে শ্রীবাস রামাই মুকুন্দ হরিদাস আর আর জন নিয়ে দশজন গায়নকে গান ধরতে বললেন।

রাজা। আহা! প্রভু আমার প্রেমভকতিমহারাজ। দেখুন দেখুন, বক্ষে দুই শ্রীহস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে' জগন্নাথের শ্রীমুখে চেয়ে' উর্দ্ধমুখে স্তুতি করছেন। আহা! কি মধুর কণ্ঠ! কি ভক্তিগদ্গদ- -ভাব! কি উচ্ছ্বাস!

(নেপথ্যে)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ (প্রণাম)
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈ র্দোভিরস্যন্নধর্ম্মং
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ (প্রণাম)

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥ (প্রণাম)

সার্ব্ব। পতিকণ্ঠলগ্ন শুনি সরস্বতী বাণী
অপরূপ শ্লোকাবৃত্তি কভু নাহি শুনি!
এহেন দর্শন কভু নহিল দর্শনে
দর্শনে দর্শনদর্প করিল খণ্ডন!
জগন্নাথ মুখ হেরেন্ আবিষ্ট হইয়া,
মুখপদ্মে নেত্রভৃঙ্গ রহিল মজিয়া।
পদ্মমধুপানে মত্ত গর্গর মাতাল,—
নর্ত্তনে সাগরশৈল করে টলমল।

রাজা। এ হেন বিকার কবে কে হেরিল কোথা?
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল!
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প বৈবর্ণ্য,
নানাভাবে বিবশতা, গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।
মাংসব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত,
শিমূলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত!
এক এক দন্তের কম্প দেখি' লাগে ভয়,
জানি বুঝি দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদ্গম,
জয় জয় জজ গগ গদ্গদ্ বচন।

জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রুজল,
আশ্ পাশ্ লোক যত ভিজিল সকল।
কভু গৌর কভু হেরি অরুণ মূরতি
মল্লিকা জিনিয়া কভু শুভ্র অঙ্গজ্যোতি।
কভু প্রেমভরে করেন কীর্ত্তন নর্ত্তন
কভু চিত্রাপিত হেন স্থির অচঞ্চল।—
হায় হায় হের প্রভু ভূমে গড়ি যায়
স্বর্ণ পর্ব্বত যেন ধূলিতে লুটায়।

কাশী। ধৈর্য্য ধরেন্ ওই, ওই নিত্যানন্দ ধায়।
আথেব্যথে ধরি' স্বরূপ ক্রোড়ে করি লয়।
অদ্বৈত সঘনে ছাড়ে গভীর হুঙ্কার,
হরিবোল হরিবোল হাঁকে বারবার।

রাজা। আর ভয় নাই প্রভুর হৈল মূর্চ্ছাভঙ্গ,
সচেতন শ্রীচৈতন্য হের দেখ রঙ্গ।

সার্ব্ব। পূর্ব্ব হ'তে শ্রুতি ঘোষে ভবিষ্যদ্বাণী
আপনা গোপন করি' তারিবে অবনী।
নরলীলা লাগি' প্রভুর নর ব্যবহার
তিনি না বুঝালে তাঁরে চিনে সাধ্য কার।
অতিগূঢ় কলিযুগে শ্রীচৈতন্যলীলা
সেইত বুঝিতে পারে যারে বুঝাইলা।
ঐ দেখুন, প্রভু উঠেছেন।

কাশী। আহা! দেখুন দেখুন, প্রভু বাত্যাহতকদলীর মত

কাঁপছেন দেখুন! আহা! কাঁপতে কাঁপতে শ্রীকর জুড়ে' জগন্নাথ-দেবকে প্রণাম কত্তে যাচ্ছেন, পাচ্ছের্ন না, যুগ্মবৃদ্ধাঙ্গুলী বার বার কপালে স্পর্শ কচ্ছেন। ঐ ভাবসাবল্য প্রভুতেই সম্ভবে। জয় মহাপ্রভু!

সার্ব্ব। ঐ দেখুন, আবার মহামল্ল হয়েছেন। বামপদ অগ্রে স্থাপন করে' জগন্নাথ পানে চেয়ে' তাল ঠুক্ছেন। ওঃ! কি জোরেই তাল ঠুক্ছেন, বাম বাহুটি একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভাবটী বুঝেছেন? আহা! এ ভক্তের অভিমান। শ্রীজগন্নাথের দিকে চেয়ে তাল ঠুক্ছেন আর বল্ছেন "আর আমার ভয় কি প্রভো? আমি তোমার দাস, আমার আর কিছুরই ভয় নেই। আমি তোমার বলে বলীয়ান্, আর আমার ভয় নেই।" আপনি আচরণ করে' প্রভু জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, শ্রীভগবানে আত্ম--নিবেদন কল্লে আর তার কোন ভয় থাকে না। জীবের জন্যে প্রভু কত কষ্টই না স্বীকার কচ্ছের্ন! ধন্য দয়াময়! ধন্য ধন্য তোমার দয়া!

রাজা। ওঃ! বড় ভিড় হয়েছে। লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের ওপর গিয়ে পড়ে' বড় বিরক্ত কচ্ছে। ভক্তেরা দুটী মণ্ডলী বেঁধে প্রভুর পার্শ্বরক্ষা কর্চ্ছেন। হরিচন্দন! হরিচন্দন!

হরি। আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা। তুমি পাত্রমিত্র নিয়ে প্রহরী সাজিয়ে ভক্তমণ্ডলীর বাহিরে তৃতীয় মণ্ডলী করে' জনতা রক্ষা করো। কাউকে মণ্ডলীর মধ্যে যেতে দিও না। বুঝলে?

হরি। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)।

রাজা। চলুন, ও ব্যবস্থাটা আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই করাইগে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথের অপর পার্শ্ব।

(আবিষ্ট হইয়া টলিতে টলিতে পাথরের প্রবেশ)

পাথর। আরে দেও! কি কৃপা তোর দেওতা কি কৃপা তোর! হামারে কুথায় আন্‌লি রে দেওতা কুথায় আন্‌লি তুই! হামি পাহাড়ী ভূতের পো রে দেওতা পাহাড়ী ভূতের পো। আর এ ত বৈকুণ্ঠ্‌রে দেওতা এভি ত বৈকুণ্ঠ্‌! হরিবোল হরিবোল।

(দূরে দেখিয়া) হোই জগন্নাথ—হোঃ হোঃ হোই হামারি নাথ। হরিবোল হরিবোল—জয় জগন্নাথস্বামীকি জয় (প্রণাম)—চল্‌ হামি তোর সাথে চল্‌বে, তুহারি রথের আগে হামি বুক পেতে দেবে তুহি চলিয়ে যাবি—হরিবোল হরিবোল।
(কিছুদূর চলিয়া দূরে শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া) উও দেওতা কে রে নাচে? আরে আরে এ কে রে? এভি দেওতা আছে। হামারি পরাণ ছিনিয়ে নিল, এ কোন্‌ দেওতা আছে!

(রথ নিশ্চল দেখিয়া) আরে কি দেওতাকি রথ না চলে ! এত্ত এত্ত লোগ্ রথ টান্‌তে লার্‌ল ! হামি টান্‌বে, হাঁ, হামি টান্‌বে। (দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হওন ও চম্‌কাইয়া ফিরিয়া) আরে একি রে ! এত্ত লোগ্ টান্‌তে লার্‌লো দেওতা শির লাগায়ে রথ চালিয়ে দিলো ! (শ্রীচৈতন্যপানে চাহিয়া ছুটিয়া) কে তুই রে দেওতা ? তুই মানুষ কভি না আছিস্। তু' কে রে দেওতা ? তু' কে আছিস্ ? তুই জগন্নাথ আছিস্, আপনা ছাপায়ে নামিয়ে নাচ কচ্ছিস্। হামি তোরে চিনিয়েছে রে হামি তোরে চিনিয়েছে। তুই হামারে গারো থেকে টান্‌ছিস্ রে দেওতা, হামি তোর চরণে পাড়িয়ে রবে, হামি তোরে ছাড়বে না। আরে হামারে দেওতা—আরে আরে হামারি বাপ—আরে জগন্নাথ- আরে আরে হামারি নাথ !

(দ্রুতধাবন)

(শ্রীনিত্যানন্দের প্রবেশ)

শ্রীনি। আরে রে পাথর ! (শ্রীভুজ তুলিয়া) বল্ বল্
হরিবোল বোল হরিবোল।

পা। (বাহু তুলিয়া) হরিবোল হরিবোল।

শ্রীনি। বল্ বল্ হরিবোলা বল্ হরিবোল
বল্ পাহাড়িয়া বল্ বল্ হরিবোল
বল্ রে কাঙাল বল্ বল্ হরিবোল
তোদের ঠাকুর বলে বল্ হরিবোল

হরিনাম সুধাপানে হ'য়ে মাতোয়াল
প্রাণ খুলে' হরি বলে' নাচ্‌রে কাঙাল
বাহু তুলে হরি বলে' আয় নাচি ভাই
হরিবোল বলে' হরিপ্রেমে ভেসে যাই।
হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল
হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল। (নৃত্য)

পা। হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল
(উভয়ে ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

শ্রীনি। (প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া)
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ (ঐ)
(প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাব সম্বরণ করিয়া)
ধন্য কলিকালে কলিকলুষনাশন!
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য পতিত পাবন!
ধন্য ধন্য নীচ শূদ্র ম্লেচ্ছ যবন
অধম চণ্ডাল জড় তারণকারণ
স্বয়ং অবতারী সর্ব্বকারণকারণ
জীব নিস্তারিতে করেন্ হেথা আগমন!
কৃপাময় কৃপাম্বুধি অগাধ অপার
বর্ণিবারে নারি সুখে 'গাহি নিরন্তর।
শ্রীচৈতন্যযশোগাথা গাহরে পাথর
বলো জয় শ্রীচৈতন্য জয় বিশ্বম্ভর

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় প্রেমময়
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।

পা। জয় জয় শ্রীচৈতন্ জয় দয়াময়! (উভয়ে নৃত্য)

শ্রীনি। (গাঢ় ভাবাবেশে পুনশ্চ আলিঙ্গন করিয়া শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া)

পাথর! হের ইষ্টদেব হের কণকবরণ,
গলগল ঢলঢল কমলনয়ন,
চরণ নখর কান্তি তরুণ তপন
অঙ্গে অঙ্গে খেলে কত চাঁদের কিরণ।
যাও ফিরে,
হৃদে ধরি রাজীব চরণ,
জপ এই মহামন্ত্রনাম,
নামরূপগুণলীলা করহ কীর্ত্তন,—
কীর্ত্তনবিহারী সেবা নামসংকীর্ত্তন,
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করো ইষ্ট আরাধন।
যাও ফিরে নিজদেশে পাহাড়ী আবাসে,
স্বজন বান্ধব ল'য়ে মনের হরিষে,
লইবে লওয়াবে নামে প্রেমমদাবেশে,—
ভজ চৈতন্য কহ চৈতন্য লহ চৈতন্য নাম
জয় চৈতন্য শ্রীচৈতন্য গাহ অবিরাম।

পা। ভজ চৈতন্ কও চৈতন্ লও চৈতন্কি নাম।
জয় চৈতন্ শ্রীচৈতন্ গাওবে অবিরাম॥

ওহো! কি দেখালি রে নিতন্, কি দেখালি বাপ্! আঃ! হামার পরাণটা জুড়িয়ে গেল রে জুড়িয়ে গেল! আঃ!

ভজ চৈতন্ কও চৈতন্ লও চৈতন্কি নাম।
জয় চৈতন্ শ্রীচৈতন্ গাওবে অবিরাম॥

হামারে দেশে যাইতে বলিস্ না নিতন্! উই কুথাটি বল্বি না বাপ্, তোর দুটা পায়ে ধর্‌ছি, নিতন্, (পদতলে পতন), হামি দেশে যেতে পারবে না নিতন্।

শ্রীনি। (হাতে ধরিয়া তুলিয়া) জানি মনে কত ব্যথা বাজে রে হৃদয়ে ছেড়ে যেতে নিত্যলীলাধাম।

যোগীর আরাধ্য ধন সাক্ষাতে বিহরে,
প্রেমরস মূর্ত্তি ধরে' হেথা' লীলা করে,
প্রাণের যে প্রাণ হেরি' অন্তরে বাহিরে,
কেবা সে পাষাণ তাহা ছাড়িবারে পারে!
কিন্তু ভাই, কর অবধান।
লীলাময় লীলাকার্য্য কৈতে সমাধান,
ধরা 'পরে আইলেন করুণানিধান;—
তুমি আমি কেবা বল? সুখ দুঃখ কিবা?
প্রভু তিনি, দাস মোরা, কার্য্য তাঁর সেবা।
অধম পতিতে কৈ'তে প্রেম বিতরণ,
স্বয়ংরূপে করিলেন শরীর ধারণ,—
দাস মোরা করি তাঁর নিদেশ পালন,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বজীবে নামপ্রচারণ।

প্রভুর আদেশ শিরে করিয়ে ধারণ,
সুখ দুঃখ দে'ই বিসর্জ্জন,
এস ভাই করি তাঁর আদেশ পালন,
আদেশ পালন লাগি' করি' প্রাণপণ
করি এই দেহের পতন।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি,
নামে তাঁর পূর্ণ অধিষ্ঠান,
নামসংকীর্ত্তনরসে তিনি মূর্ত্তিমান্,—
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁর হইলে আহ্বান,
তাঁর কার্য্য নামবিতরণ
আপনি সাধেন তিনি,—
মোরা তাঁহে হেরি' সদা প্রেমে নিমগন,
তাঁরে লয়ে করি সুখে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
তাঁরে ল'য়ে তাঁরি কাজে যাপিয়ে জীবন
দেহান্তে তাঁহারি সনে হইবে মিলন!
যাও বৎস! লহ আশীর্ব্বাদ,
সতত তোমার স্ফুরু চৈতন্য প্রসাদ। (বিদায়ালিঙ্গন)

পা। (ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পদধূলি মস্তকে লইয়া) দে নিতন্, তোর পায়ের দুটা ধূলি দে। তুই যা বল্‌বি হামি তাই কর্‌বে। তুই বল্‌ছিস্ ত হামি দেশেই যাবে। তুই ত বল্‌লি রে হামি চৈতন্‌কে দেখ্‌বে, হামি তোর কথা শুন্‌বে, দেশ্‌পর যাবে। তবে যাইরে নিতন্, দেখিস্ তুই পাথ্‌রাকে ভুলিস্ না

নিতন্। (পুনরায় পদধূলিগ্রহণ ও পুঁটুলি বাঁধিয়া শ্রীরজঃ গ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিয়া) জয় নিতন্‌চৈতন্‌কি জয়! জয় নিতন্‌চৈতন্‌কি জয়!! জয় নিতন্‌চৈতন্‌কি জয়!!! হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(জয়ন্তী ও বিজ্‌লীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। আরে কাক্কী, জেঠ্‌ঠা আস্‌বে রে কাক্কী, জেঠ্‌ঠা আস্‌বে। জেঠ্‌ঠা হামারে বলিয়েছে কি জেঠ্‌ঠা তিন দিন হোয়ে ত হেথাকে আসিয়ে পোড়্‌বে। তুকে হরি কুচ্ছু বোল্‌লো কি রে কাক্কী?

বি। হাঁ, হরিভি বোলিয়েছে কি তোর জেঠ্‌ঠা আসিয়ে হেথাকে সবাইকে নাম দিবে, ত আর সব পাহাড়ীয়া হরি হরি বোল্‌বে আর লাচ্ কোর্‌বে।

জয়। হাঁ, হরি তোকে বোল্‌ল! আচ্ছা হরি যে তোকে দেখা দেয়, বাত্‌ভি বোলে ত কাক্কাভি হরিকে দেখ্‌লো রে?

বি। আগে ত ও না দেখ্‌ল রে জেন্তী। ত হরি হামাকে ব'ললো কি হামি একেলা না শোবে ত হরি আসিয়ে হামারে দেখা দিবে না, আর বাত্‌ভি বোল্‌বে না। ত হামি তোর কাক্কাকে বোল্‌ল, ত ওত ভারি গোস্‌সা হোলো, আর হামারে কেত্ত কি বোল্‌ল ত হামি কান্‌তে লাগলো। তোবে ও বোল্‌লো কি

হরি ওকে দেখা দিবে ত ও হরিকে মান্‌বে, নয় ত ও কুচ্ছু মান্‌বে না।

জয়। হাঁ! ত তু কি কল্লিরে কাক্কী?

বি। হামি কি কোর্‌রে মায়ি? হামি খুব কান্‌তে লাগ্‌লো আর মনে মনে হরিকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। ত হরি হামারে বোল্‌লো কি ওকে হরি একবার দেখা দিবে, আর্‌ভি এখন দেখা দিবে না, আর বাত্‌ভি বোল্‌বে না।

জয়। ত কাক্কা হরিকে দেখ্‌লরে কাক্কী?

বিজ্‌। হাঁরে মায়ি, তোর কাক্কাভি হরিকে দেখিয়েছে। দেখ্‌লো ত উন্‌কো ভি মন্‌ একদম্‌ বদ্‌লিয়ে গেলো রে মায়ি, একদম্‌ বদ্‌লিয়ে গেলো। হরি এমন্‌ আছে রে মায়ী, হরি এমন্‌ আছে কি ওকে যে দেখ্‌বে ওর মনটি ভুলিয়ে যাবে আর ওভি হরি হরি কোর্‌বে।

জয়। ত কাক্কাভি হরি হরি বোল্‌লো?

বিজ্‌। হাঁ, এখন ত ওভি হরিকে ডাকে, নাথু বটুকেভি হরি বোল্‌তে বোলে, মায়িকেভি বোলে ত মায়ি তোর জেঠ্‌ঠা না আইলে হরি বোল্‌বে না, হরি হামারে বোলিয়েছে কি তোর জেঠ্‌ঠা আস্‌বে ত মায়িভি হরি বোল্‌বে। তোর জেঠ্‌ঠা আস্‌বে ত দেখ্‌বি মায়ি, সব পাহাড়ী হরি হরি বোল্‌বে আর নাচ্‌ কোর্‌বে রে মায়ি নাচ্‌ কোর্‌বে। (অদূরে দেখাইয়া) ওই দেখ্‌ জেন্তী দেখ্‌, তোর কাক্কা হাতে তালি দিচ্ছে আর ছেলিয়া লোগ্‌ ওর সাথে হরি হরি বোলে নাচ্‌ কোর্‌ছে।

(ঝর্‌কা, নাথু, বটু ও পাহাড়ীয়া বালকগণের প্রবেশ ও গীত)
হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!! (নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও পরে বিজ্‌লি ও জয়ন্তীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—স্বর্গদ্বার, পুরী ।

(নাড়ী টিপিতে টিপিতে নিজের হাত মাথা পায়ে হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রথম পারিষদের প্রবেশ)

১ম পা । ইস্, গেছি, গেছি, গেছি,—অর্থাৎ আমি একেবারে গেছি । অর্থাৎ আমি মরে' গেছি,—অর্থাৎ আমি মরে' গেলুম রে—ওরে কে কোথায় আছিস্ রে—অর্থাৎ তোমরা দেখনা গো, অর্থাৎ সবাই মিলে আমায় মেরে ফেল্লে রে—ওরে বাবারে, অর্থাৎ আমার কি হোলো রে ! (আর্ত্তনাদ)

(বেগে বাবাজী ও আর আর সকলের প্রবেশ)

রাজা । কি হোলো হে, তোমার আবার কি হোলো ? এমন করে পরিত্রাহি ডাক্ ছাড়্‌ছ কেন ?

১ম পা । আর কি হোলো ? অর্থাৎ আমি কি আর আছি রাজা মশাই ? অর্থাৎ এবার আমি মরে' গেছি রাজা মশাই, অর্থাৎ আমি মরে' গেছি ।

রাজা। সে কি হে, এমন জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছ, আর বল্‌ছ মরে' গেছ ব্যাপারখানা কি? তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

১ম পা। পাগল না ত কি রাজামশাই? অর্থাৎ পা—গোল, মাথা—গোল, ভূ—গোল, খ—গোল, জল—গোল, স্থল—গোল, আমি—গোল, আপনি—গোল, অর্থাৎ একেবারে গোলে-গোল গণ্ডগোল উপস্থিত রাজামশাই, অর্থাৎ সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে রাজামশাই। পালান্‌ পালান্‌ রাজামশাই, অর্থাৎ প্রাণ নিয়ে এদেশ থেকে পলায়ন করুন রাজামশাই। নইলে—অর্থাৎ বুঝ্‌লেন কিনা—আমার মত আপনারাও আর বাঁচ্‌ছেন না রাজা-মশাই। (হাত দেখাইয়া) দেখুন্‌ দেখি, দেখুন্‌ দেখি,—অর্থাৎ ধাত্‌ ছেড়ে গেছে কিনা দেখুন্‌ দেখি। (সকলের প্রতি) আরে—তোমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছ কি? অর্থাৎ আমি যে মরে' গেছি, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? অর্থাৎ দেখ দেখি আমার মাথাটা হাত্‌টা পাটা ঠিক্‌ আছে তো? না—অর্থাৎ সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে?

রাজা ও সকলে। (যথাকথিতরূপ করিয়া) না হে না, তুমি অমন্‌ কর্‌ছ কেন? সব ঠিক্‌ আছে, তুমি ঠাণ্ডা হও।

বাবাজী। (স্থির হইয়া সোল্লাসে দর্শন করিতে করিতে ১ম পারিষদের প্রতি) মহাত্মন্‌, আপনি প্রকৃতিস্থ হউন্‌। আপনার প্রতি শ্রীধামের কৃপা হয়েছে, শ্রীধাম চিন্ময়, তাই চিন্ময়ত্বের অনুভব হ'লে, জড়দেহের জড়ত্ব ঘুচে গিয়ে এইরূপই বোধ হয়।

আহা! আপনার সরলচিত্তে শ্রীধামের কৃপা একেবারেই সঞ্চারিত হয়েছে, বহু সৌভাগ্যে এমনটী হয়, আপনার প্রতি প্রভুর অপার কৃপা। কৃষ্ণ হে করুণাময়! জয় জগন্নাথ!

১ম পা। আর প্রকৃতিস্থ! অর্থাৎ এইবারে ঘাটস্থ চুলিস্থ কর্‌বার্‌ ব্যবস্থা করুন রাজামশাই। যে রকম শ্রীধামের কৃপা অর্থাৎ আমার উপরেই কৃপাদৃষ্টিটা যে রকম পড়েছে, তাতে অর্থাৎ শীগ্‌গীরই ও ব্যবস্থাটী কর্ত্তে হবে।

রাজা। না হে না তুমি কি বল্‌ছ? শুনলে ত বাবাজী-মশাই বল্লেন যে তোমার ওপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা হয়েছে, মহাপ্রভু কৃপা ক'রে তোমায় শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি প্রদান করেছেন। তাতে তুমি এমন বিকল হচ্ছ কেন?

১ম পা। বিকল হব না রাজামশাই? অর্থাৎ বলেন কি রাজামশাই? আজ ২৪ ঘণ্টা কাল—অর্থাৎ রাজা মশাই—আমি—অর্থাৎ রাব্‌ড়ী, কচুরী এস্তোক্‌ মাল্‌পো কট্‌কটী পর্য্যন্ত—অর্থাৎ একেবারে ভুলে রয়েছি! আমি কি আর আছি রাজা মশাই, অর্থাৎ আমি কি আর বেঁচে আছি? আমি মরে' ভূত হ'য়ে গেছি রাজামশাই,অর্থাৎ ভূত হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছি। নইলে কি অর্থাৎ এমনটি হ'তে পারে রাজামশাই!

রাজা। ওঃ এই কথা! আচ্ছা চলো, চলো আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ এনেছি, চলো সেবা কর্ব্বে চলো, তা হলেই তোমার ধড়ে প্রাণ আস্‌বে এখন। কেমন, তা হলেই হবে ত?

বাবাজী। (হাসিয়া) হাঁ, তা হবে। কিন্তু শ্রীমহা-

প্রসাদেরও ওই চিন্ময়ত্ব গুণ আছে, (১ম পারিষদের প্রতি) সে তাল সাম্‌লাতে পার্ব্বে ত বাবা ?

১ম পা। তা থাক্ অর্থাৎ সে আমি সাম্‌লে নিতে পার্‌বো। অর্থাৎ আমি প্রসাদের গোঁড়া ভক্ত কিনা অর্থাৎ প্রসাদের সঙ্গে আমার বেশ বনিবনাও আছে। পাতে—অর্থাৎ সত্যিকারের প্রসাদ পাতে পড়্‌লে—বুঝ্‌ছেন কিনা—সে যদি কচুরিতে গোলমাল হয় ত মালপোয়, মালপোয়—অর্থাৎ গোলমাল হয় ত পরমান্নে,পরমান্নে গোলমাল হ'লে অর্থাৎ পক্কান্নে মিষ্টান্নে, ও একরকম অর্থাৎ মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পার্ব্বো। চলুন রাজামশাই, চলুন, অর্থাৎ শুভস্য শীঘ্রং—অর্থাৎ ও ব্যাপারে 'প্রাপ্তি মাত্রেণ'। চলুন্ চলুন্ অর্থাৎ আর কথায় কাজ নেই, আমার অবস্থাটা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

রাজা। বড্ড খিদে পেয়েছে ? আচ্ছা চলো, সেত প্রস্তুতই আছে, কিন্তু তোমার কি হোলো বল দেখি একটু শুনি।

১ম পারি। সে আর কি বল্‌বো রাজামশাই ? অর্থাৎ সেটা হাতে পাতেই ভাল। ক্ষিদের কথা কি বোল্‌বো রাজামশাই, অর্থাৎ সেটা এখন আপনার কথায় বুঝ্‌তে পাল্লুম্। সত্যিই রাজামশাই, আমি না মরে' অর্থাৎ ভূত হ'য়ে ছিলুম্ রাজামশাই। এখানে এসে প্রথমে ওই অন্নপ্রসাদ আর ময়ূর ব্যাসরর ঠ্যালায় পড়ে অর্থাৎ আমার ত আক্কেল গুড়ুম্! ভাব্‌লুম্ অথাৎ এবার ত আর বাঁচ্‌ছি না। যাক্ অর্থাৎ ওই ডালি প্রসাদের গুণে কোনগতিকে অর্থাৎ জিব্‌ভাটার প্রাণ বাঁচিয়ে নিলুম্। তারপর

দেখলুম্ অর্থাৎ মন্দ নয় কাণিকা, কচৌলি, মালপুয়ার ব্যবস্থা—বুঝ্লেন কিনা—অর্থাৎ বেশ চাঙ্গা হোয়ে উঠ্লুম্। তারপর আর কি বোল্বো রাজামশাই, কাল্কের ব্যাপারে অর্থাৎ আমার দফা রফা, অর্থাৎ শ্রাদ্ধ পিণ্ড এস্তোক্ গয়া গঙ্গা বারাণসী অথাৎ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম সব হোয়ে গিয়েছে রাজামশাই, সব হোয়ে গিয়েছে।

বাবাজী। (হাসিয়া সোৎসাহে) সেটি কি রকম হোলো বাবা? একটু খুলে বল ত বাবা।

১ম পারি। সে আর কি বোল্বো বাবাজী মশাই? অর্থাৎ আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে। ও কথাটার মানে অর্থাৎ এতদিন বুঝিনি বাবাজীমশাই, অর্থাৎ ওটা হাসির কথাই জানতুম্। কাল্কে অর্থাৎ ও কথাটার অর্থের ঠ্যালাটা বুঝে অর্থাৎ আত্মারাম একবারে খাঁচাছাড়া আর কি?

রাজা। সে কি হে! আত্মারাম খাঁচাছাড়া কি রকম?

১ম পা। আর কি রকম? অর্থাৎ কোথা গেল আমার লুচির গুড়া, কোথা বা আমার মিষ্টান্ন পক্কান্নের চ্যাংড়া, আর কোথায় বা আমার মাল্পোর ঝোড়া—সব ভুলে গেলুম্। রাজা-মশাই সারাদিনটা অর্থাৎ কারো দেখা নেই—অর্থাৎ মনেই নেই—শুধু হাওয়া আর হাওয়া—আর্থাৎ উড়ে যাওয়া আর গড়িয়ে পড়া—আর খালি খালি মনে হচ্ছে—অর্থাৎ ঐ চোখের জলে ভাসা, রসে ভরা, রসগোল্লার মত মুখখানা—অর্থাৎ ঐ যিনি রথের সাম্নে নাচ্ছিলেন,—এ দুটো দিন অর্থাৎ তিনিই আমায় পেয়ে

বসেছেন। আমি কি আর আছি রাজা মশাই, অর্থাৎ আমি মরে' গিয়ে শুধু ওই কথাই ভাব্ছি। এখন বলুন্ দেখি বাবাজী মশাই, অর্থাৎ আমি কি আর বেঁচে আছি।

বাবাজী। (হুঙ্কার করিয়া সোচ্ছ্বাসে) ধন্য! ধন্য! ধন্য কৃপা! অহো কৃপাময়! অহো নিঃসীমকরুণাসিন্ধো! (সকলের প্রতি) দেখ বাবা দেখ, এ যুগের অহৈতুকী কৃপা প্রত্যক্ষ কর।

রাজা। বাবাজী মশাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আপনার দুর্লভ সঙ্গলাভ করে এবার আমরা শ্রীশ্রীরথযাত্রাদর্শনের ফল হাতে হাতে লাভ করে কৃতার্থ হলুম্। রথে জগন্নাথ, পথে আমার সচল জগন্নাথ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাবিগ্রহ দর্শন কর্লুম্। তারপর, শ্রীনামরসোন্মত্ত আমাদের পাহাড়ীয়া ভক্তবিগ্রহটী দেখে শ্রীনামের কৃপা প্রত্যক্ষ হোলো। এখন আবার আমাদের চিরপরিচিত নর্ম্মনখার উপর অযাচিত শ্রীধামের কৃপা প্রত্যক্ষ করে' একেবারে চমৎকৃত হলুম্। আপনার কৃপায় এবারে একস্থানেই—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় ভগবান্, চিন্ময় ভক্তের কৃপায় সকলই আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন হোলো। মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীরথযাত্রার সময়ে যেন আপনার সঙ্গলাভে আমরা বঞ্চিত না হই। এ আশা কি আমরা কর্ত্তে পারি না?

বাবাজী। সকলই মহাপ্রভুর ইচ্ছা, সকলই মহাপ্রভুর কৃপা। এস ভাই এস, সকলে মিলে আমরা কৃপাময় শ্রীচৈতন্যের জয় দেই।

সকলে। (এককণ্ঠে) জয় কৃপাময় শ্রীচৈতন্যের জয়!
জয় কৃপাময় শ্রীচৈতন্যের জয় !!
জয় কৃপাময় শ্রীচৈতন্যের জয় !!!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

গারো পাহাড়—তুলসীকানন।

(হরিনামের মালা হস্তে পাথর সমাসীন, জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। জেঠা, জেঠা, তুই এসেছিস্, বেশটী করেছিস্। তুই চলিয়ে গেলি, আমি কা'ন্তে কা'ন্তে কানা হ'য়ে গেল। হামি কেত্ত কান্‌ল, কান্‌তে কান্‌তে হর্‌রোজ্ তুলসীকে জল দেতো পর্‌নাম কর্‌তো আর মনে মনে হরিকে বোল্‌তো কি জেঠাকে আনিয়ে দে, জেঠার সাথে হরি তোকে ডাকবো, হামার জেঠাকে আনিয়ে দে। বট্টু নাথুকে লিয়ে (অদূরে দেখাইয়া) গোলপাত্তা দিয়ে তোর লেগে ওই ঘর বানালো আর হরি ঠাকুরের কাছে কান্‌তে লাগ্‌লো। ত হরি ঠাকুর আজ কেত্ত দিনের পর তোকে আনিয়ে দিলো। তুই এই ঘরে থাক্ জেঠ্‌ঠা, রাজা হোয়ে থাক্ আর হরি ঠাকুরকে ডাক্। সর্দ্দার মরিয়ে গেছে, এখন তোকে দেশের লোগ্ মান্‌বে। জেঠ্‌ঠা তুই হেথাই থাক্, জেঠ্‌ঠা, আর কু'থাকে যাস্ না।

পা। হামি থাক্‌বে রে থাক্‌বে। হামি কি আর আস্‌ত

রে জেন্তি, নিতন্ পাঠিয়ে দিলো, হেথা থাক্‌তে বোল্‌লো, হরি-নাম দিতে বোল্‌লো, হামি থাক্‌বে না ত আর কি কোর্‌বে মায়ি ?

জ। নিতন্ কে রে জেঠা ? তুই কু'থাকে গেলি রে জেঠা ?

পা। হামারে দেও বোল্‌লো কি পুরী যা, পুরী যাইলে হরিকে দেখ্‌তে পাবি। এই কথা শুনিয়ে তোবে ত হামি পুরী গেলো।

জ। (বাধা দিয়া) হরিকে দেখ্‌লি জেঠা ? পুরী কেমন আছে, জেঠা, হরি কেমন আছে ?

পা। (বিগলিতধারে) আহা ! কি বোল্‌বে রে জেন্তি সে কি বোল্‌বে ! হামি কি বোল্‌তে জানে রে বেটী যে বোলিয়ে বুঝিয়ে দিবে ! সে কি দেশ রে জেন্তি সে কি দেশ ! পুরী বৈকুণ্ঠ রে মায়ি পুরী হরিকে ধাম ! চৈতন্—চৈতন্ ! অহো নিতন্ চৈতন্ ! হরির কি রূপ আছে রে জেন্তি সে কি হরির রূপ ! দেখ্‌লে পরাণ ঠাণ্ডা হোয় রে জিউটা ঠাণ্ডা হোয় ! কিবে হরির নাচ্ রে জেন্তি,—ওঃ কিবে হরির নাচ্ ! না দেখ্‌লে বুঝ্‌বি না মায়ি, দেখ্‌লে তোবে বুঝ্‌বি। হরিকে ডাক্, মন দিয়ে হর্‌রোজ নাম লিয়ে ডাক্, নিতন্ দেখিয়ে দিবে তোবে বুঝ্‌বি। নিতন্ হরিনাম দিয়েছে, নাম তোদেরভি শিখিয়ে দেবে, নিতন্ বোল্লো এই নাম নিলে তোরাভি হরিকে দেখ্‌বি মায়ি, তোরাভি হরিকে দেখ্‌বি।

জ। নাম কোবে দিবি জেঠা ? আজ দিবি না ?

পা। দিবে রে মায়ি দিবে। কেনে দিবে না? নিতন্ বলিয়েছে সব্বাইকে দিবে। আচ্ছা, আজই দিবে, যা তুই যা, আস্নান্ কোরে আয়, তোবে আজই নাম দিবে।

জ। তোবে হামি ঝট্ নাহিয়ে আসি জেঠা।

(দ্রুত প্রস্থান)

(সোমালী ও ঝব্‌কায় ও পাহাড়ীগণের প্রবেশ)

সো। আয় পাথর হামার বুকে আয়। হামার ছাতিটে ঠাণ্ডা করে দে বাপ্পা। বুকে শেল হানিয়ে গিয়েছিস্ বাপ্, আয় বুকে আয়। কেত্তো দিন তোকে দেখিনি রে বাপ্পা আয় কাছে আয়। হামি কান্‌তে কান্‌তে কানা হোয়েছি রে বাপ্, আয় কোলে আয়। (পাথরের কোলে উপবেশন) আঃ! এত্তদিনে আমার ধড়ে পরাণটা ফিরে এলো। ঘরে থেকে হরিকে ডাক্ বাপ্পা আর হামারে ছেড়ে কু'থাকে যাস্ না। তুই এবার ছাড়িয়ে গেলে হামি আর বাঁচ্‌বে না।

পা! নারে মায়ি না, হামি আর যাইবে না। নিতন্ বলিয়েছে হামি আর কু'থাকে যাইবে না।

ঝ। শুন্ দাদা শুন্। এখন তুই হামাদের সর্দ্দার, পাথ্‌রা, তুই হামাদের রাজা। সর্‌দার্ তোকে মার্‌বে বোল্লো, তুই চলিয়ে গেলি, হামি কেত্ত খুঁজ্‌লো, তোকে পেলো না। সেই রাতে সর্দ্দার স্বপন দেখ্‌লো কি দেও গোস্‌সা হোয়ে সর্দ্দারকে মার্ত্তে এলো, সর্দ্দার ডর পেয়ে চিল্লালো, সেই রাত্ থেকে সর্দ্দারের ওসুথ হোলো, তিনদিনে সর্দ্দার মোরিয়ে গেলো, মরবার সময়

তোকে সর্দ্দার বেনিয়ে গেলো, বোল্লো কি দেও তোকে পেয়ার করে, তুই সর্দ্দার হোবি। আজ তুই এসেছিস্, তুই হামাদের সর্দ্দার আছিস্, তুই যেমন বোল্‌বি হাম্‌রা ওহি কোর্‌বে।

পাহাড়ীয়াগণ। হাঁ হাঁ পাথর, হাঁ হাঁ তুই হামাদের সর্দ্দার আছিস্, হাম্‌রা সবাই তোর গোলাম আছে।

(পাথরের পদতলে হাতিয়ার রাখিয়া সকলের নতজানু হইয়া অবস্থান)

পাথর। (সকলকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া) বোল হরিবোল।

(নৃত্য কীর্ত্তন ও সকলের যোগদান)

হরি হরি বোল হরি হরি বোল হরি হরি বোল বোল।
হরি হরি বোল হরি হরি বোল হরি হরি বোল বোল ॥
হরি হরি বোল বোল,
হরি প্রেমে দিবে কোল,
বোল্ পাহাড়ী বোল্ কাঙালী হরি হরি বোল বোল।
বোল্ রে মায়ি, বোল্ রে ভায়ি, হরি হরি বোল বোল ॥
বহুত্ হুঁসিয়ার,—
আয় খেল্‌বিরে শিকার,
হরিচরণমে মন লাগা'দে ধর্‌বি চরণ জোড়্।
কুড়ুল কোদালী হরি হরি বুলি হরি হরি বোল বোল ॥
চল্‌তে ফির্‌তে বোল্,
খা'তে পি'তে বোল্,

ভরদিন রাত হরিনামে মাত্ বোল্ হরিবোল বোল।
দুঃখ্ না রোবে সুখ হোবে রে বোল হরিবোল বোল॥
হরি হরিবোল বোল
বোল্ নিতন্ চৈতন্ বোল্,
নিতন্ চৈতন্ হরি হরিবোল হরি হরি বোল বোল।
হরি হরি বোল হরি হরি বোল হরি হরি বোল বোল॥

ক্রোড় অঙ্ক।

উচ্চ সিংহাসনোপরি শ্রীগৌরাঙ্গ সমাসীন।

দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহার পার্শ্বে করযোড়ে পাথর, জয়ন্তী, সোমালী (নবনীপাত্রহস্তে) ও পাহাড়ীয়াগণ; বামে মাল্য হস্তে বিজ্‌লি, পার্শ্বে যোড়করে ঝরুকা (ফল ও ফুলের ছড়ি হস্তে) নাথু, বট্টু, বালকবৃন্দ ও পাহাড়ী রমণীগণ।

বাবাজী মহাশয়ের গীত।

জয় নিত্যানন্দ শচীনন্দন হে।

ভূলোক গোলোক উজল আলোক মহাপ্রভু তুঁহি চিদ্ঘন হে॥

তুঁহি সনাতন, তুঁহি নিরঞ্জন,

আদি অনাদি তুঁহি নিমিত্ত উপাদান,

লীলারি কারণ, এ বিশ্ব স্বজন, জগন্নাথ জগবন্দন হে।

তুঁহ রে গোপাল, প্রভু সখা প্রাণধন, রাসরসরসিকরমণ হে॥

করুণাবরুণালয়, দীনদয়াময়,

অগাধ অপার, লীলারসময়

কে জানে কেমনে কারে, মাতায়ে প্রেমের ভোলে,

দাও দানী চরণকমল হে।

যেমন পাহাড়ী কুলে, লইলে চরণমূলে,

মোদেরে লহ দীনশরণ হে॥

যবনিকা পতন।

ওঁ শ্রীগৌরায় অর্পণমস্তু।

(শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ. প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। **The Life of Love or the life-sketch of Sree Sree Radha Raman Charan Das Dev.** This book will afford all soul-hungry readers with enough healthy food and drink.

২। **The Universal Religion of Sri Chaitanya** :—Showing that this religion embraces, and yet exceeds all other religions in as much as it unfolds the different stages, as also the last best acquisition, of the human soul.

৩। **শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ** (নাটক)—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামালা নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছেন। আমরা ডালি সাজাইয়া ধরিয়া দিলাম, রসিক ভক্তবৃন্দ গ্রহণ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

৪। **কাঙালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ** (দৃশ্য-কাব্য)—

মূল্য ৷৵০ আনা

"পণ্ডিত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রীশূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥"
"চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ লৈঞা।" (চৈঃ ভাঃ)

গৌর আনা ঠাকুরের এই উক্তি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান কিরূপে সফল করিয়াছেন তাহাই পাঠ করিয়া কৃতার্থ হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

(যন্ত্রস্থ)

৫। **অনঙ্গের রঙ্গ**—মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।
উন্নত-উজ্জ্বল রসরসিক ভক্তবৃন্দের উপভোগ্য সামগ্রী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

Dr. S. K. MUKHERJI,
Agarpara, P. O. Kamarhati,
And
P. C. BANERJEE, Esq.,
31-2, Harrison Road, Calcutta.